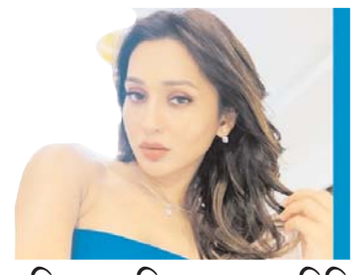
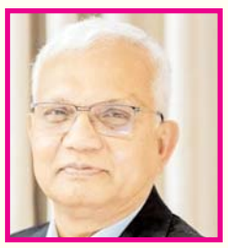
বৃহস্পতিবার
১২ নভেম্বর ২০২৬ ইং
২৭ আশ্বিন ১৪৩৩
১ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
রেজি: নং ডিএ ৬৮৮৬
বর্ষ-০১, সংখ্যা : ২৯
পৃষ্ঠা ৮
মূল্য ৫ টাকা

www.deshsharadin.com

দৈনিক
দেশ সারাদিন
Dainik Desh Saradin
আজ ও আগামীর



৫ ডিসেম্বর বিয়ে করছেন মিমি
সামনে এলো পাত্রের পরিচয়
৬ এর পাতায় দেখুন



সারাদেশে ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহ চলছে : ডা. জাহিদ

নিউজ ডেস্ক

নারী ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ২ এর পাতায় দেখুন



বাংলাদেশে আসছেন মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার

নিউজ ডেস্ক

মিয়ানমারের অবনতিশীল মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রভাব মূল্যায়নে আগামী ১১ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবেন মিয়ানমারের মানবাধিকার ২ এর পাতায় দেখুন



শিক্ষা মানুষের মধ্যে বিবেক ও মনুষ্যত্ব তৈরি করে : রিজভী

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, প্রকৃত শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জন কিংবা চাকরি ২ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির বয়স ৬ বছর শাখাপ্রতি শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৫৫



বিশেষ প্রতিবেদক

২০২৭ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিশুর বয়স কমপক্ষে ছয় বছর হতে হবে। তবে সাত বছর পূর্ণ হলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া যাবে না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমায় সর্বোচ্চ পাঁচ বছর ছাড় দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি শ্রেণির প্রতি শাখায় সর্বোচ্চ ৫৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। বুধবার (১১ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জারি করা ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নীতিমালায় এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নীতিমালা অনুযায়ী, ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারি শিশুর বয়স ছয় বছর বা তার বেশি এবং সাত বছরের কম হতে হবে। সে হিসাবে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিশুর জন্মতারিখ হতে হবে ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে। বয়স প্রমাণের জন্য অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যাবে। তবে এ সুবিধা পেতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় ২ এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

বিশেষ প্রতিবেদক

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবাসনে যুক্তরাজ্যসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান আহ্বান জানিয়েছেন।

একই সঙ্গে তিনি ঝুঁকির মুখে থাকা নারী ও শিশুদের সুরক্ষাতেও একই উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান।

আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বাংলাদেশ সফররত ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য ডাচেস অব এডিনবার্গ সোফির সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম বাসসকে এ তথ্য জানান।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, ডাচেস অব এডিনবার্গের এই সফর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ২ এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে তুরস্কের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর



নিউজ ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আন্তর্জাতিক পরিসরে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান এবং তাদের প্রত্যাবাসনের পক্ষে তুরস্কের সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার তুরস্কের আনতালিয়ায় ম্যাক্স রয়েল হোটেলে এ বৈঠক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (কপ-৩১) উপলক্ষে বিশ্বনেতাদের শীর্ষ সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থায় (ওআইসি) তুরস্কের অব্যাহত সমর্থন ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব হাসান শিপলু এ কথা জানান। তিনি জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রোহিঙ্গা মানবিক সংকটের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) তুরস্কের অবিচল সংহতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মাঠপর্যায়ে মানবিক সহায়তা দেওয়ায় তুরস্ককে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থায় (ওআইসি) তুরস্কের অব্যাহত সমর্থন ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপ-প্রেস সচিব জানান, বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার, ২ এর পাতায় দেখুন

ব্যাগেজে দেরি হলেই সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার ডলার জরিমানা

বিশেষ প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নবনির্মিত থার্ড টার্মিনালের (টার্মিনাল-৩) দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশি বেসরকারি অপারেটরের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের সুমিতোমো নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের মধ্যে ১৫ বছর মেয়াদি পরিচালন চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে। খসড়া চুক্তি অনুযায়ী লাগেজ হ্যান্ডলিং এবং চেক-ইনে নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘিত হলে প্রতিবারের ব্যর্থতায় জাপানি কনসোর্টিয়ামকে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দিতে হবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষকে। কারণ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্ব পালন করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় থার্ড টার্মিনাল পরিচালন বিষয়ে বেবিচকের বোর্ডসভায় এ সংক্রান্ত ক্রয় প্রস্তাব ও খসড়া চুক্তির শর্তাবলি অনুমোদন করা হয়েছে। বোর্ডসভায় অনুমোদিত ২ এর পাতায় দেখুন



জুলাইয়ে আহতদের স্বীকৃতি দিতে নতুন উদ্যোগ সরকারের

নিউজ ডেস্ক

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নিয়ে আহত হলেও এখনো জুলাই যোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত হননি, এমন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে তাদের নতুন করে তালিকাভুক্ত করতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের জুলাই গণঅভ্যুত্থান শাখা থেকে গত ১০ নভেম্বর এ সংক্রান্ত একটি চিঠি জারি করা হয়। এতে আন্দোলনে অংশ নিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন অথবা এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন, কিন্তু জুলাই যোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত হননি, এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।চিঠিতে বলা হয়, ২ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণে পরীক্ষকদের জন্য ঢাকা বোর্ডের নির্দেশনা

বিশেষ প্রতিবেদক

২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরীক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।

গতকাল ঢাকা বোর্ডের এক আদেশে এ নির্দেশনা জারি করা হয়। আদেশে জানানো হয়, ১১ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়নের কাজ চলবে।

বোর্ডের ৪ নম্বর ভবনের ৭ম ও ৮ নম্বর তলায় অবস্থিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় নির্ধারিত দিনগুলোতে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়, পুনর্নিরীক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়নের কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই বোর্ডে ২ এর পাতায় দেখুন

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা ব্যাহত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক বরখাস্ত হবেন : মীর শাহে আলম



বিশেষ প্রতিবেদক

পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা ব্যাহত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হবেন বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি জানিয়েছেন, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিশ্চিতে ব্যর্থ পৌরসভাগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগারগাঁও এলজিইডি ভবনের কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে আয়োজিত এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. শহীদুল ২ এর পাতায় দেখুন

ইরানের ভয়ে সামরিক ঘাঁটিতে আশ্রয় নিলেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরানের পক্ষ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে নিজের বাসভবন ছেড়ে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুই ব্যক্তি এ তথ্য জানিয়েছেন। বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। এর আগে গত মাসের শেষ দিকে ট্রাম্প ২ এর পাতায় দেখুন



এমিনে এরদোয়ানের সঙ্গে ডা. জুবাইদা রহমানের সাক্ষাৎ

নিউজ ডেস্ক

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তুরস্ক। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনে এরদোয়ান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সহধর্মিণী ও জিরো ওয়েস্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এমিনে এরদোয়ানের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ২ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময়

নিউজ ডেস্ক



আন্তালিয়ায় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলনের (কপ-৩১) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (১১ নভেম্বর) সকালে সম্মেলনের লিডার্স লাউঞ্জে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতাও হয়। তুরস্কের স্থানীয় ২ এর পাতায় দেখুন

কপ৩১ সম্মেলন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগ তুলবেন পেজেশকিয়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, তুরস্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩১-কে কাজে লাগিয়ে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিবেশের ক্ষতিসাধনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ভূমিকা তুলে ধরবেন তিনি।

বুধবার তুরস্কের আনতালিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ইরানের সংবাদমাধ্যম ফার্স নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। কাতারভিত্তিক বার্তাসংস্থা আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।

পেজেশকিয়ান বলেন, 'ইরান ও এ অঞ্চলের পরিবেশের ক্ষতি করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন একটি ভালো সুযোগ।'

তিনি আরও জানান, অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেও তেহরানের অবস্থান তুলে ধরবেন। তার ভাষায়, 'আমরা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ন্যায্য অবস্থান এবং এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সংঘটিত অপরাধ নিয়ে আলোচনা করব।'

ইরানি ২ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসা শেষে ফের কারাগারে ফিরলেন ইমরান খান

স্পোর্টস ডেস্ক

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার গভীর রাতে ইসলামাবাদের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা শেষে তাকে আবার কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি ইমরান খানের চোখ পরীক্ষা করা হয় পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেসে। বুধবার এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানান।

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'তার ২ এর পাতায় দেখুন

কপ-৩১ সম্মেলনে আজ বক্তব্য দেবেন বিশ্বনেতারা



নিউজ ডেস্ক

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির তীব্রতার মধ্যে তুরস্কে শুরু হওয়া জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১ এর মঞ্চে বুধবার বক্তব্য রাখবেন বিশ্বনেতারা। তবে এবারের সম্মেলনে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার অনুপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র।

তুরস্কের ভূমধ্যসাগরীয় পর্যটন শহর আন্তালিয়ায় চলতি সপ্তাহের শুরুতে দুই সপ্তাহব্যাপী এ সম্মেলন শুরু হয়েছে। ইউরোপজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ, নেপালে প্রাণঘাতী বন্যা এবং ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ দাবানলের মতো একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠেয় সম্মেলনের উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে কয়েক ডজন বিশ্বনেতার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা ২ এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের জোরালো ভূমিকার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিউজ ডেস্ক

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও টেকসই ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, মিয়ানমার নাগরিকদের তাদের নিজ ভূমিতে নাগরিক অধিকার ও মর্যাদার সাথে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই এই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের অবসান ঘটাতে হবে। তিনি সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুমুখী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ-এর সঙ্গে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) অন রোহিঙ্গা-এর প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ আহবান জানান।

ব্রিটিশ এমপি ইমরান হুসাইন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন-কাউন্সিলর হাসান উজ্জামান খান, পার্লামেন্টারি গবেষক মোহাম্মদ তাহমিদ মারযুক মোরশেদ এবং হেড অব ফান্ডরেইজিং অর্ফানস ইন নিড আলতাফ হুসাইন।

বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট নিরসন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সসম্মানে নিজ দেশে প্রত্যাবাসন এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) চলমান আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকেও রোহিঙ্গা সংকটে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা বৃদ্ধির পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বৈঠকে ২ এর পাতায় দেখুন

শেষের পাতা

দৈনিক
দেশ সারাদিন
আজ ও আগামীর

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১২ নভেম্বর ২০২৬ ইং

শুল্কমুক্ত আমদানির নামে কারসাজি

৬ টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে ২৬৯ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি

জাকির হোসেন ইমন



বন্ড সুবিধায় শুল্ক-করমুক্তভাবে আমদানি করা সুতা, কাঁচামাল ও কেমিক্যালের ব্যবহারে অনিয়মের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের ছয়টি টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)। অভিযানে প্রতিষ্ঠানগুলোর আমদানি, উৎপাদন ও মজুতসংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করে মোট ২৬৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৭ টাকার শুল্ক-কর ফাঁকির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।

গত ৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ, বন্দর ও আড়াইহাজার এলাকায় অবস্থিত ছয়টি বন্ডেড টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে একযোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের একাধিক প্রিভেন্টিভ টিম অভিযানে অংশ নেয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি) সহযোগিতা নেওয়া হয়।

কাস্টমস গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বন্ড সুবিধায় শুল্ক-করমুক্তভাবে আমদানি করা সুতা, কাঁচামাল ও কেমিক্যাল অনুমোদিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার না করে অবৈধভাবে খোলাবাজারে সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে। এভাবে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব ফাঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অভিযানকালে প্রতিষ্ঠানগুলোর গুদামে মজুত সুতা, ফেব্রিক্স,
৭ এর পাতায় দেখুন

ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ৩৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

বিশেষ প্রতিবেদক

শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ৩৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ও কৌশলগত পয়েন্টে ৩৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, বিজিবি সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল থেকে ড্রোন, বডি-ওর্ন ক্যামেরা ও ইম্প্রোভাইজড ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাইভ ফুটেজ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় অব্যাহত রয়েছে। এরমধ্যে ঢাকার মিরপুরে ১ প্লাটুন, সাভার ও হেমায়েতপুর এলাকায় ২ প্লাটুন, জিরানী এলাকায় ২ প্লাটুন, আশুলিয়া এলাকায় ৯ প্লাটুন এবং জামগড়া এলাকায়
৭ এর পাতায় দেখুন

ফটো ফিচার



শীতের সবজি ফলনে ব্যস্ত কৃষকরা। ছবিটি মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান এলাকা থেকে তোলা

জনস্বাস্থ্যের ৯৪০ কোটি টাকার প্রকল্পে ৮২ কোটি টাকার অনিয়ম, পিডি গোলাম মোক্তাদিরের সম্পদের উৎস নিয়েও প্রশ্ন

বিশেষ প্রতিবেদক



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) একটি প্রায় ৯৪০ কোটি টাকার প্রকল্পে ৮২ কোটি টাকা অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে তীব্র আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের তীর উঠেছে প্রকল্প পরিচালক (পিডি) গোলাম মোক্তাদিরের দিকে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের দাবি, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে ব্যয়, ক্রয়প্রক্রিয়া, বিল পরিশোধ ও ঠিকাদারি কার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাব খাটিয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

রাজধানীতে বিলাসবহুল সম্পদের অভিযোগ

অভিযোগকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নামে বা তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে রাজধানীতে একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, অস্বাভাবিক সম্পদ এবং বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থের লেনদেনের তথ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এসব সম্পদের উৎস ও বৈধতা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে এই দাবিগুলোর স্বাধীন সত্যতা এখনো যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

মিডিয়া ম্যানেজ' করার অভিযোগও উঠেছে

কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ, অনিয়মের বিষয়গুলো প্রকাশ না পেতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁরা দাবি করেন, বিভিন্ন মাধ্যমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। যদিও এ অভিযোগের পক্ষেও এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। দ্রুত তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থার দাবি অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হলে প্রকল্পের আর্থিক অনিয়মের প্রকৃত চিত্র সামনে আসবে। তাঁরা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'সরকারি অর্থ জনগণের সম্পদ। কোনো ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে তার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

অভিযুক্তের বক্তব্য

এ
৭ এর পাতায় দেখুন

কুবি ছাত্রী সুমাইয়া ও তার মাকে হত্যার দায়ে মোবারকের মৃত্যুদণ্ড

বিশেষ প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্রী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা তাহমিনা বেগম হত্যা মামলায় একমাত্র আসামি মো. মোবারক হোসেনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে কুমিল্লার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক মো. ইয়াছিন আরাফাত এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলার আসামি মোবারক হোসেন (২৯) পেশায় কবিরাজ ও ঝাড়ফুঁকের কাজ করতেন। পাশাপাশি তিনি কুমিল্লা নগরের একটি মসজিদে খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। যেভাবে ঘটে হত্যাকাণ্ড

মামলার বিবরণ ও তদন্তসংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা নগরের কালিয়াজুড়ি এলাকার একটি ভাড়া বাসায় সুমাইয়া ও তার মা তাহমিনা বেগমকে হত্যা করা হয়।

টনক নড়েনি ঔষধ প্রশাসনের: চরম ঝুঁকিতে জনস্বাস্থ্য

বিশেষ প্রতিবেদক

জনস্বাস্থ্যকে চরম হুমকির মুখে ফেলে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে মেসার্স বায়োজেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এ কাজে বলয় হয়ে কাজ করছেন



ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।

জানা যায়, মেসার্স বায়োজেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের দুইটি ঔষধ মান-বহির্ভূত প্রমাণিত হওয়ায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর পরিক্ষাগার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় বাজার থেকে সরিয়ে নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার। কিন্তু সে নির্দেশ থমকে আছে মান-বহির্ভূত অভিযোগের তদন্তে দয়িত্বে থাকা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আলমগীর হোসেনের হাতে। গত ২ নভেম্বর এ বিষয়ে দৈনিক আমাদের মাতৃভূমিসহ দেশের বেশকিছু সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রচার হলেও টনক নড়েনি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের।

এদিকে তদন্ত ফাইল আটকে রাখার সুযোগে শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে মেসার্স বায়োজেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এবং লাইসেন্সিং অথরিটি মোহা. আলমগীর হোসেন ও মেসার্স বায়োজেন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সঙ্গে যোগসাজশ, ঘুষ-দুর্নীতি এবং মান-বহির্ভূত ওষুধের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ এখন টক অফ দ্যা কান্ট্রি। 'দৈনিক আমাদের মাতৃভূমির'-র অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের এপ্রিল মাসে। জাতীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার (ঘউঈখ), মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক বায়োজেন ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত বহুল ব্যবহৃত দুটি
৭ এর পাতায় দেখুন

প্রান্তিক পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২২ উপজেলায় ১ কোটি ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২২টি উপজেলায় ৬৬০ জনকে ১০ দিনব্যাপী সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য মোট ১ কোটি ৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (ফেইজ-২)' প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ থেকে এ অর্থ মঞ্জুর করা হয়।এ বিষয়ে গত ৯ নভেম্বর সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রকল্প কার্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার বরাবর চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠি অনুযায়ী, ২২টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিটির অনুকূলে ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৫০০ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় ৩০ জন করে মোট ৬৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ প্রশিক্ষণে
৭ এর পাতায় দেখুন

মোটরসাইকেলের সামনের নম্বরপ্লেট নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

মোটরসাইকেলের সামনের অংশে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট লাগানোর সময়সীমা আরও দেড় মাস বাড়িয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোটরসাইকেলের সামনে নির্ধারিত নিয়মে নম্বরপ্লেট সংযোজন করা যাবে। এর আগে এ কাজের জন্য ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

আজ বুধবার বিআরটিএর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮' এবং 'সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২'
৭ এর পাতায় দেখুন



সারাদেশে আইজিপির কড়া বার্তা

বিশেষ প্রতিবেদক

দেশের বিভিন্ন স্থানে বাসে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঠেকাতে সারা দেশে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। দেশের ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারসহ বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ নির্দেশ দেন। পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সব মহানগর পুলিশ কমিশনার, সকল রেঞ্জ ডিআইজি ও জেলার পুলিশ সুপাররা ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) কামারুম মুনিরা জানান, বৈঠকে যেকোনো মূল্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ওপর
৭ এর পাতায় দেখুন

আরো ৪৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল ইউরোপ

বিশেষ প্রতিবেদক

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনিয়মিতভাবে প্রবেশ করা আরো ৪৪ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন



গ্রিস থেকে ৪০ জন এবং সাইপ্রাস থেকে চারজন। বুধবার (১১ নভেম্বর) সকাল সোয়া ৯টায় একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে (এন০৫৫৪২) তারা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে ফেরত আসা ব্যক্তিদের জরুরি সহায়তা, কাউন্সেলিং এবং নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি ও প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের
৭ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা



নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক সম্পর্ক জোরদার এবং দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের (এমএনডিএফ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ইব্রাহিম হিলমির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আলোচনা করেন।

আজ বুধবার বাংলাদেশ হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাক্ষাৎকালে দুই দেশের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার, জ্ঞান ও সামরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষ মতবিনিময় করেন।

বৈঠকে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সামুদ্রিক (মেরিটাইম) সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দুই দেশের অভিন্ন স্বার্থ ও ভূমিকা পালনের বিষয়টি বৈঠকে উঠে আসে।
৭ এর পাতায় দেখুন

বেনাপোলে ভ্রমণ কর জালিয়াতি, ৭ ভারতীয় পাসপোর্টধারী আটক

বেনাপোল প্রতিনিধি

বেনাপোল আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনে ভ্রমণ কর জালিয়াতির মাধ্যমে বছরে সরকারের কোটি কোটি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে চেকপোস্ট এলাকার একটি শক্তিশালী দালাল চক্র। ?আজ বুধবার সকালে ভ্রমণ কর জালিয়াতির অভিযোগে সাত ভারতীয় পাসপোর্টধারীকে আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। পরে তারা এ ধরনের অপরাধ করবেন না এমন মুচলেকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তারা হলেন, বনিক প্রান্ত, রঞ্জিত, রতন কুমার, বিশ্বজিৎ, যুবরাজ সাহা,
৭ এর পাতায় দেখুন



মার্চের মধ্যে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা প্রকল্পের কাজ শেষ করে এপ্রিল থেকে হস্তান্তরের রোডম্যাপ

বিশেষ প্রতিবেদক

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ পুরোপুরি শেষ করে এপ্রিল থেকে হস্তান্তরের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

সর্বশেষ ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মহসিনুল হক চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি কাজ শেষে রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাল-নালা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার আন্তঃসংযোগ নিশ্চিতের ওপর জোর দিয়েছে সরকার। গত সেপ্টেম্বর মাসে সিটি
৭ এর পাতায় দেখুন

২০ নভেম্বর থেকে বাণিজ্যিকভাবে চলবে পাবনা প্রভাতী ও গোধূলি এক্সপ্রেস

বিশেষ প্রতিবেদক

আগামী ২০ নভেম্বর থেকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হচ্ছে আন্তঃনগর 'পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস' ও 'পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস' ট্রেন।

এর আগে, ১৯ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টায় পাবনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশে 'পাবনা উদ্বোধনী এক্সপ্রেস' নামে একটি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ট্রাফিক ট্রান্সপোর্টেশন শাখা থেকে ১১ নভেম্বর জারি করা এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।নির্দেশনায় ট্রেন দুটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা ও উদ্বোধনী ট্রেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপককে অনুরোধ করা হয়েছে।

নির্দেশনা
৭ এর পাতায় দেখুন

রাঙ্গামাটি কোতয়ালী থানার বিশেষ অভিযান, গ্রেপ্তার ১০



রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব, পিপিএম এর নির্দেশনায় কোতয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ জসীম উদ্দীনের নেতৃত্বে থানা পুলিশের আভিযান পরিচালনা করে রাঙ্গামাটি জেলার কোতয়ালী থানাধীন পৌরসভার বিভিন্নস্থানে থেকে অপরাধীদের ধরতে সক্ষম হয়।

০১) মোঃ নুর উদ্দিন সোহাগ(৩৮), পদবি- সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা, পিতা-মোঃ জমির উদ্দিন, মাতা-নাসিমা বেগম, সাং-দক্ষিন ফরেস্ট কলোনী, ৭নং ওয়ার্ড, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

০২) মোঃ সাদ্দাম হোসেন(৩০), পদবি- সহ- সভাপতি, যুবলীগ, ০৭নং ওয়ার্ড, রাঙ্গামাটি, পিতা-মৃত নুরুল হোসেন, মাতা-রাশেদা বেগম,
৭ এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রয়োজন সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ : ববি হাজ্জাজ

বিশেষ প্রতিবেদক

বিচ্ছিন্ন কোনো একক প্রকল্প নয়, বরং দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও টেকসই পরিবর্তনের জন্য সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। আজ বুধবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা 'প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (গে-াবাল সিইও) রীনা ঘেলানি সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন।

সাক্ষাৎকালে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিশুদের মৌলিক দক্ষতা ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে
৭ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোছাঃ সাজেদা হক

প্রকাশক কর্তৃক রশিদ প্রিন্টিং প্রেস, ২৮/বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে মূদ্রিত এবং বায়তুল হক ভবন (৬ষ্ঠ তলা) ৭৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে প্রকাশিত।
বার্তা বিভাগ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ : ২১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০। যোগাযোগ:-০১৮৩৭৬৬৫৯৫৫। ই-মেইল : newsdesharadin@gmail.com,adsaradin@gmail.com

সারাদেশে ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য

বলেছেন, ফ্যামিলি কার্ড একটি সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এর অংশ হিসেবে বর্তমানে সারা দেশে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

তিনি বলেন, প্রতি পাঁচ সদস্যের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর নামে এই কার্ড দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে পাওয়া অর্থ নারীরা শুধু পারিবারিক খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়ায় নয়, বসতবাড়ির আঙিনায় কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতেও কাজে লাগাতে পারবেন।বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে নিজ কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় নারী ও শিশুবিষয়ক সচিব ড. রওশন আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার, বিনিয়োগ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার রক্ষা, ফ্যামিলি কার্ড ও নারী-শিশুদের টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন। জাহিদ হোসেন বলেন, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নারী অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নারীদের নামে 'ফ্যামিলি কার্ড' দিচ্ছেন। এটি বর্তমান সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী উন্নয়ন নীতিরই প্রতিফলন। তিনি আরও জানান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ভাতার আওতা বাড়ানো হচ্ছে। তাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভবনে র‍্যাম্প বসানো হচ্ছে। ওয়াশরুমগুলোও তাদের ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মাণে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সাক্ষাৎকালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন ও দুস্থ শিশুদের সুরক্ষায় সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

আগামী ২৫ নভেম্বর ঢাকায় ফরাসি দূতাবাসে ফরাসি উন্নয়ন সংস্থার (এএফডি) উদ্যোগে 'ফেমিনিস্ট ফরেন পলিসি প্লাস (এফএফপি+) লোকাল গ্রুপ'-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে। লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত এই গ্রুপে রয়েছে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, মরক্কো, নেপাল, স্পেন ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশ।

এই অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

বাংলাদেশে আসছেন মিয়ানমার

বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার কেলি ই. কারি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই সফরে বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থা এবং ভবিষ্যতে সেখানে সহযোগিতার সুযোগের ওপর নজর দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কারি আনুষ্ঠানিকভাবে মিয়ানমার সফরের অনুমতি চেয়েছিলেন। তবে দেশটির ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার তাকে জানিয়েছে যে, তারা এই সফর আয়োজনে প্রস্তুত নয়।

বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘের এই বিশেষ প্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, ভুক্তভোগী ও বেঁচে যাওয়াদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।তার সফরসূচির মধ্যে ঢাকায় বেশ কয়েকটি বৈঠক ছাড়াও কক্সবাজার ও সেখানকার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে। সফর শেষে আগামী ১৮ নভেম্বর তিনি এক সংবাদ সম্মেলন অংশগ্রহণ করবেন।

বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ২০২৭ সালের মার্চে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে তার পরবর্তী প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষা মানুষের মধ্যে বিবেক ও

পাওয়ার মাধ্যম নয়; বরং শিক্ষা মানুষের মধ্যে দূরদৃষ্টি, বিবেক, মনুষ্যত্ব, যুক্তিবোধ ও প্রশ্ন করার সক্ষমতা তৈরি করে।

তিনি আরও বলেন, 'যে শিক্ষা মানুষের মনের মধ্যে আনন্দের প্রদীপ জ্বালায়, সেটাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে এবং অন্য সাধারণ মানুষ যা দেখতে পারে না, তা দেখার সক্ষমতা তৈরি করে। বুধবার মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় না ঘটলে সেই শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞানে পরিণত হয় না। একজন ব্যক্তির পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা না থাকলে তিনি প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী হয়ে উঠতে পারেন না।

তিনি বলেন, শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ হলোড় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিশন বা দূরদৃষ্টি তৈরি করা। এই ভিশন হচ্ছে দেখার একটি শিল্পকলা, যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সাধারণ দৃষ্টির বাইরে গিয়ে অনেক দূরের বিষয় উপলব্ধি করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, ভালো ফলাফল ও প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। তবে সেই আত্মপ্রত্যয় যেন স্থায়ী অহংকারে পরিণত না হয়। লক্ষ্য অর্জনের পর আত্মসম্মানবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেভাবে পাঠদান করতে হবে। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়, সেটিই প্রকৃত শিক্ষা।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাজীবনের এই নতুন অধ্যায় তাদের জীবনে জ্ঞানার্জন, সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্জিত জ্ঞান ও স্মৃতি ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। নিজের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে রুহুল কবির রিজভী বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একজন শিক্ষক 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস এমনভাবে পড়াতেন যে, শিক্ষার্থীরা তার ক্লাস কখনো ফাঁকি দিতেন না। শিক্ষকের অসাধারণ বাগ্মিতা, ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার কারণে বহু বছর পরও সেই পাঠের কথা মনে আছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষকের আনন্দদায়ক ও প্রাণবন্ত পাঠদান শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। যে শিক্ষা হৃদয়ের মধ্যে জমা থাকে, সেটিই প্রকৃত শিক্ষা।

দার্শনিক মাওলানা রুমির উদ্ধৃতি দিয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই সম্ভাবনার ডানা লুকিয়ে থাকে। সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সেই ডানা প্রসারিত করে আকাশে ওড়ার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়।

কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরহানা ইয়াসমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা আতাউর রহমান ঢালী, সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম এবং বসিলা হাইস্কুলের সভাপতি মো. সোহেল রহমান। অনুষ্ঠানে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির বয়স ৬ বছর

প্রমাণপত্র থাকতে হবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি শাখায় সর্বোচ্চ ৫৫ জন শিক্ষার্থী রাখা যাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের আসনসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

এ ছাড়া শিক্ষাবর্ষ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারিত শূন্য আসনের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। আসনসংখ্যা নির্ধারণ ও ভর্তি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কোন শ্রেণিতে কত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণিতে শূন্য আসনে ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণমান হবে ৫০। আর চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণির জন্য পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরে। পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জারি করা ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নীতিমালায় এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত ১০ নভেম্বর এ নীতিমালা জারি করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ২০ নম্বর থাকবে। এ পরীক্ষা নেওয়া হবে এক ঘণ্টায়। অন্যদিকে চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০। এর মধ্যে বাংলায় ৩০, ইংরেজিতে ৩০ এবং গণিতে ৪০ নম্বর থাকবে। এ পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে দুই ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরও কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুলে ভর্তিতে লটারি শুধু প্রথম শ্রেণিতে

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শূন্য আসনে ভর্তি হতে হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এ ছাড়া ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য ৮০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। বাকি ২০ শতাংশ আসনে অন্যান্য এলাকার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালায় এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার স্কুলে ৮০ শতাংশ আসন স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য

ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য ৮০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাকি ২০ শতাংশ আসনে অন্যান্য এলাকার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলোকে ভর্তি কার্যক্রম শুরুর আগে নিজেদের ক্যাচমেন্ট এলাকার সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।নীতিমালা অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে এ কোটা কার্যকর হবে। একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রেও ক্যাচমেন্ট এলাকার ৮০ শতাংশ কোটা প্রযোজ্য হবে।

২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণিতে যুক্ত হচ্ছে এআই শিক্ষা

২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) শিক্ষা যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। নতুন এই পাঠ্যক্রমে এআইয়ের ব্যবহার, রোবটিক্স, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, মেশিন লার্নিং ও ন্যানোটেকনোলজির মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি এআইয়ের দায?িত্বশীল ব্যবহার, তথ্য যাচাই, ডিপফেক শনাক্তকরণ ও অনলাইন নিরাপত্তা শেখানোর ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে ৭১ বিধিতে দেওয়া বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এসব পরিকল্পনার কথা জানান। এ সময় সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে ন্যানোটেকনোলজি, রোবটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ বাস্তবতায় সরকার আইসিটি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি ও এআই শিক্ষার বিষয়বস্তু যুক্ত করা হবে। শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যবিষয়ের বিবরণ দিয়ে মন্ত্রী জানান, ষষ্ঠ শ্রেণিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই-সক্ষম টুলস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি ও রোবটিক্স রাখা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণিতে থাকবে প্রযুক্তির ব্যবহার, এআই-সক্ষম সার্চ টুলস, জ্ঞান অর্জনে এআইয়ের ব্যবহার, ইন্টারনেট অব থিংস এবং বাস্তব জীবনে এআইয়ের প্রয়োগ। অষ্টম শ্রেণিতে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট, অটোমেশন, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার, নতুন কর্মসংস্থান, রিমোট ওয়ার্ক ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে থাকবে এআইয়ের নৈতিক ও অনৈতিক ব্যবহার, ই-কমার্স, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, রোবটিক্স ও ন্যানোটেকনোলজি। এ ছাড়া একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচিতি, দৈনন্দিন জীবনে এআইয়ের ব্যবহার, শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয় যুক্ত করা হবে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও সুরক্ষায়

ও শিশুদের জন্য আশার বার্তা বহন করছে। তিনি বলেন, ডাচেস অব এডিনবার্গের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন এই মানবিক সংকটের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলমান রোহিঙ্গা সংকট ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও উদ্বেগ তৈরি করছে।

তিনি রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি নারী ও শিশুদের সুরক্ষা এবং মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি ডাচেস অব এডিনবার্গকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান এবং নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন, চক্ষুস্বাস্থ্য এবং তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের প্রশংসা করেন।

এ সময় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

ডাচেস অব এডিনবার্গ তাঁর তিন দিনের সফরে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প, বিকেএসপি এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং (বিপসট)সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেন।

তিনি বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে অর্জিত অগ্রগতি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের অবদানের প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন, ডাচেস অব এডিনবার্গের বাংলাদেশ সফর দুই দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ব্রিটিশ হাইকমিশনার এবং ডাচেস অব এডিনবার্গের সফরসঙ্গীগণ উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে

প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সহযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। উপ প্রেস সচিব জানান, বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সাইডলাইনে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা স্মরণ করেন। তিনি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী সফলভাবে কপ-৩১ সম্মেলন আয়োজনের জন্য তুরস্ককে অভিনন্দন জানান। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর ও বহুমুখী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি যৌথ বিনিয়োগের ওপর জোর দেন। এ ছাড়া দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ আলোচনা ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে অংশীদারত্ব

বৈঠকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং খনিজ সম্পদ খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়।প্রধানমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাংলাদেশে তুরস্কের বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহযোগিতা

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর সহযোগিতা ও অংশীদারত্বের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী খলিলুর রহমান, প্রতিমন্ত্রী-১ হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

ইরানের ভয়ে সামরিক ঘাঁটিতে

প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা কর্মকর্তা একটি স্মারকলিপিতে সতর্ক করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও নাগরিকদের লক্ষ্য করে ইরানের হামলার পরিকল্পনা অগ্রসর পর্যায়ে রয়েছে। স্মারকলিপিটি দেখেছে রয়টার্স।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা

হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নগর ব্যবস্থাপনার প্রধান সমস্যা তুলে ধরে মীর শাহে আলম বলেন, 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শহরের অন্যতম প্রধান কাজ হলেও অধিকাংশ পৌরসভায় নির্দিষ্ট কোনো ল্যান্ডফিল নেই। বর্জ্য খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে মাস্টারপ্ল্যানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে। দ্রুত ম্যানহোল ও বাউন্ডারি ওয়ালসহ আধুনিক ল্যান্ডফিল তৈরি করতে হবে, যাতে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন করা সম্ভব হয়।'

এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণে

নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সময়মতো উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের অনুরোধ করা হয়েছে। বোর্ড জানিয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত পরীক্ষকদের জন্য খাতা পুনর্নিরীক্ষণের এই কাজটি অফিশিয়াল দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হবে এবং ঢাকা বোর্ডের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাদের নির্ধারিত সম্মানী প্রদান করা হবে।

জুলাইয়ে আহতদের স্বীকৃতি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ৮৪২ জন শহীদ হয়েছেন। এ ছাড়া আহতদের যথাযথ স্বীকৃতি, কল্যাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জুলাই যোদ্ধাদের নামে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্যাটাগরি-ক-তে ৯৯০ জন, ক্যাটাগরি-খ-তে এক হাজার ১৪ জন এবং ক্যাটাগরি-গ-তে ১১ হাজার ৯৬৪ জনের নাম রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের চিঠি অনুযায়ী, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বর্তমানে ৯৩১ জন আহত ব্যক্তির আবেদন অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত হলেও এখনো জুলাই যোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তির সুযোগ পাননি, এমন ব্যক্তিও রয়েছেন। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, গত ১০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকারের শেষ কর্মদিবসে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত জুলাই শহীদ ও জুলাই যোদ্ধাদের নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন মন্ত্রণালয়ে না পাঠানোর জন্য দেশের সব জেলা প্রশাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ফলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে আহত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো সেগুলো পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারেনি। এ অবস্থায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত হয়েও গেজেটভুক্তির বাইরে থাকা ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তির জন্য নতুন করে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মসনদ, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানার তথ্য এবং আহত হওয়ার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণক জমা দিতে হবে। এসব তথ্য ও প্রমাণকের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের তালিকাভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

এ উদ্যোগের ফলে আন্দোলনে আহত হয়েও নানা কারণে তালিকাভুক্ত হতে না পারা ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যাগেজে দেরি হলেই সর্বোচ্চ

প্রস্তাবটি পাঠানো হয়েছে বিমান মন্ত্রণালয়ে। সেখান থেকে বেবিচকের ক্রয়প্রস্তাবটি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছে যাবে। ওই কমিটি অনুমোদন করলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি যাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়নের পাশাপাশি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ও আর্থিক বিষয় নিয়ে দর-কষাকষি (নেগোসিয়েশন) করেছে। দর-কষাকষির একপর্যায়ে দুই পক্ষ আর্থিক ও অন্যান্য শর্তে সম্মত হয়। এরপর উভয় পক্ষের সম্মতিতে গতকাল একটি খসড়া চুক্তি তৈরি ও স্বাক্ষর করা হয়েছে। তবে এই স্বাক্ষরিত খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত চুক্তি নয়। অর্থাৎ বেবিচকের বোর্ডে খসড়া চুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত হলেও চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা বেবিচকের নেই। সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পরই চুক্তি চূড়ান্ত করার পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

চুক্তির নথিপত্র অনুযায়ী, সরকার-টু-সরকার পিপিপি কাঠামোর অধীনে সম্পাদিত এ চুক্তিতে টার্মিনাল হস্তান্তর, ফ্লাইট শিফটিং, রাজস্ব ভাগাভাগি এবং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং পরিচালনায় স্পষ্ট সময়সীমা ও দায়দায়ি?ত্ব বণ্টন করা হয়েছে।যাত্রীসেবার মান নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) মানদ- অনুসারে চুক্তিতে বেশ কিছু 'কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উড়োজাহাজ অবতরণের পর প্রথম ব্যাগেজটি সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি বেল্টে পৌঁছানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া ন্যারোবডি উড়োজাহাজের সব ব্যাগেজ ৩৭ দশমিক ৫ থেকে ৪২ দশমিক

শুল্কমুক্ত আমদানির নামে কারসাজি

কেমিক্যাল ও অন্যান্য কাঁচামালের প্রকৃত পরিমাণ যাচাই করা হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানের স্টক রেজিস্টার এবং কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (সিবিএমএস) তথ্যের সঙ্গে বাস্তব মজুতের ব্যাপক অসংগতি পাওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) থেকে আমদানিসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এতে ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ২৬৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৭ টাকার শুল্ক-কর ফাঁকির প্রাথমিক তথ্য উঠে আসে।

ছয় প্রতিষ্ঠানে যত টাকার রাজস্ব ফাঁকির তথ্য

প্রাথমিক তদন্তে যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক-কর ফাঁকির তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো হলোর্ড়সিম ফেব্রিক্স লিমিটেড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জড়প্রায় ৯০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। জাহিন নীটওয়্যার্স লিমিটেড, বন্দর, নারায়ণগঞ্জড়প্রায় ৬৪ কোটি ৬১ লাখ টাকা। সানজানা ফেব্রিক্স লিমিটেড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জড়প্রায় ৬০ কোটি ৩৩ লাখ টাকা, বোনাফাইড নিটিং মিলস লিমিটেড, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জড়প্রায় ৩৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা।ও মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস লিমিটেড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জড়প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা এবং জামাল উদ্দিন টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড**, বন্দর, নারায়ণগঞ্জড়প্রায় ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

বন্ড সুবিধার আড়ালে রাজস্ব ফাঁকির আশঙ্কা

রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে সরকার বন্ড সুবিধা দিয়ে থাকে। এ সুবিধার আওতায় নির্দিষ্ট শর্তে শুল্ক-কর ছাড়াই কাঁচামাল আমদানির সুযোগ পান সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো।

তবে বন্ড সুবিধায় আমদানি করা কাঁচামাল অনুমোদিত উৎপাদন ও রপ্তানির কাজে ব্যবহার না করে খোলাবাজারে বিক্রি করা হলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। একই সঙ্গে শুল্ক-কর পরিশোধ করে কাঁচামাল আমদানিকারী বৈধ ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েন।

কাস্টমস গোয়েন্দার অভিযানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ সুতা ও ফেব্রিক্সের ঘাটতি পাওয়া গেছে। আবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ঘোষিত হিসাবের তুলনায় অতিরিক্ত পণ্য মজুত থাকার তথ্যও মিলেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, এসব অসংগতি বন্ড সুবিধার সম্ভাব্য অপব্যবহার ও রাজস্ব ফাঁকির ঝুঁকির বিষয়টি সামনে এনেছে।

চূড়ান্ত তদন্তে পরিবর্তন হতে পারে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ

অভিযানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমদানি, উৎপাদন, মজুত ও কাঁচামাল ব্যবহারের তথ্যসহ প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব নথি ও তথ্যের অধিকতর যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে পাওয়া ২৬৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ চূড়ান্ত তদন্তে পরিবর্তিত হতে পারে। তদন্ত শেষে প্রকৃত রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর আশা করছে, বন্ড সুবিধার অপব্যবহার, অবৈধভাবে পণ্য সরবরাহ এবং রাজস্ব ফাঁকির বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকলে এ ধরনের অনিয়ম কমবে। পাশাপাশি শুল্ক-কর পরিশোধ করে কাঁচামাল আমদানির প্রবণতা বাড়বে, যা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে

২ প্লাটুন, গাজীপুরের চন্দ্রা এলাকায় ১ প্লাটুন, পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় ২ প্লাটুন, মৌচাক এলাকায় ১ প্লাটুন, আমবাগ-কাটা এলাকায় ১ প্লাটুন, কাশিমপুর এলাকায় ১ প্লাটুন, নাওজোর এলাকায় ১ প্লাটুন, ভোগড়া বাইপাস এলাকায় ১ প্লাটুন, গাছা এলাকায় ১ প্লাটুন এবং সালনা এলাকায় ১ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জের শিবু মার্কেট ও কাঠেরপুল এলাকায় ২ প্লাটুন, জালকুড়ি এলাকায় ২ প্লাটুন, বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় ১ প্লাটুন, চাষাড়া মোড়ে ১ প্লাটুন এবং কাঁচপুর সেতু ও শিমরাইল এলাকায় ১ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে।

মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সতর্ক অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

শিল্পাঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবির এ মোতায়েন ও তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ প্রতিরক্ষা

হাইকমিশন জানায়, এই সাক্ষাৎ দুই দেশের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও গঠনমূলক সহযোগিতার ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক নতুন বার্তা বহন করে। উভয় পক্ষই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার পরিধি বাড়াতে এবং বাংলাদেশ-মালদ্বীপের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

মোটরসাইকেলের সামনের

অনুযায়ী মোটরসাইকেলের পেছনের পাশাপাশি সামনের অংশেও রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে মোটরসাইকেল মালিকদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত শর্ত মেনে সামনে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট লাগানোর অনুরোধ জানিয়েছে বিআরটিএ।বিজ্ঞপ্তিতে স্কুটার ও অন্যান্য মোটরসাইকেলের জন্য নম্বরপ্লেটের পৃথক মাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্কুটারের ক্ষেত্রে নম্বরপ্লেটের দৈর্ঘ্য ২০০ মিলিমিটার এবং প্রস্থ ১০০ মিলিমিটার হতে হবে। অন্যদিকে, স্কুটার ছাড়া অন্যান্য মোটরসাইকেলের নম্বরপ্লেটের দৈর্ঘ্য ২৮৫ মিলিমিটার ও প্রস্থ ৫০ মিলিমিটার নির্ধারণ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা অক্ষর ও সংখ্যার উচ্চতা কমপক্ষে ২০ মিলিমিটার হতে হবে।

নম্বরপ্লেট তৈরির ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্তও দিয়েছে সংস্থাটি। প্লেটটি অবশ্যই স্টেইনলেস স্টিল অথবা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হতে হবে। সাদা পটভূমির ওপর কালো রঙে বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে। নম্বরপ্লেটে কোনো ধরনের অতিরিক্ত নকশা বা শোভাবর্ধন করা যাবে না। এ ছাড়া স্কুটার ছাড়া অন্যান্য মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর একটি আনুভূমিক রেখায় প্রদর্শন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসব নির্দেশনা অনুসরণ করে মোটরসাইকেলের সামনের অংশে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট সংযোজন করতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিআরটিএ।

জনস্বাস্থ্যের ৯৪০ কোটি টাকার

প্রতিবেদনের বিষয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক গোলাম মোক্তাদিরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তাঁর কোনো বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

আরো ৪৪ বাংলাদেশিকে ফেরত

সহযোগিতায় এসব সহায়তা দেওয়া হয়। এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান জানান, ফেরত আসা ৪৪ জনকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ব্র্যাকের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত প্রত্যাশা-২ প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দরে খাবার ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ শেষে তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া হবে।

শরিফুল হাসান বলেন, লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা এতদিন শীর্ষে ছিলেন। এ বছরের তথ্য অনুযায়ী, লিবিয়া থেকে সমুদ্রপথে গ্রিসে প্রবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশিরা প্রথম অবস্থানে রয়েছেন। এভাবে ইউরোপে যেতে গিয়ে প্রায়ই প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে।

তিনি বলেন, ইউরোপ অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে দিন দিন কঠোর হচ্ছে। নতুন অভিবাসন নীতি অনুযায়ী, অনিয়মিত পথে ইউরোপে প্রবেশকারীদের দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে এবং তাদের আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকা খরচ করেও শেষ পর্যন্ত কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ অনেকেই মনে করছেন, যেকোনোভাবে ইউরোপে যেতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

শরিফুল হাসান জানান, এবার ফেরত আসা ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজনও রয়েছেন, যিনি টিকটকে বাংলাদেশ থেকে অনিয়মিত পথে ইউরোপে যাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। বিদেশগামীদের আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথ এড়িয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈধ পথে বিদেশে যেতে হবে। এর আগে গত ২৩ অক্টোবর ইতালি ও গ্রিস থেকে আরো ৩৫ বাংলাদেশিকে বিশেষ ফ্লাইটে ফেরত পাঠানো হয়েছিল বলে জানিয়েছিল ব্র্যাক। ইউরোপ থেকে নথিপত্রহীন বা অনিয়মিত বাংলাদেশিদের ফেরত আনার বিষয়ে ২০১৭ সালে ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকার। এর আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ফিরেছেন সাইপ্রাস, ইতালি, রুমানিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস ও মাল্টা থেকে।

শরিফুল হাসান জানান, গত কয়েক বছরে ইউরোপ থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছেন ইতালি, গ্রিস ও জার্মানি থেকে। দেশে ফেরার পর তাদের বিমানবন্দরে জরুরি সহায়তা ও কাউন্সেলিং দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করা হয়। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন নিরুৎসাহিত করতে সারা দেশে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, ইউরোপও বৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

সারাদেশে আইজিপির কড়া বার্তা

গুরুত্ব দিয়েছেন আইজিপি। টহল, তল্লাশি ও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আইজিপি পেশাদারিত্বের সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার তাগিদ দেন। তবে অভিযানের নামে কোনোভাবেই যেন নিরপরাধ সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারেও পুলিশ কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দেন তিনি। সেইসঙ্গে গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও ফরিদপুরে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করতে বলা হয়েছে।

পুলিশ সদরদপ্তর সূত্র জানায়, গত শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত সারাদেশে ২৭টি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ এবং ১৯টি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ১১টি মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৯ জনকে।

প্রান্তিক পেশাজীবীদের দক্ষতা

অংশগ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে ১০ দিন। বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে নীলফামারীর জলঢাকা ও সৈয়দপুর, চট্টগ্রামের পটিয়া, রাউজান ও সাতকানিয়া, কক্সবাজার সদর ও রামু, রাঙামাটির বাঘাইছড়ি ও লংগদু, নরসিংদীর রায়পুরা ও শিবপুর, ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ, নাটোরের বড়াইগ্রাম ও সিংড়া, পঞ্চগড়ের আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া, ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল ও ঠাকুরগাঁও সদর, সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং সিলেটের গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট। প্রকল্পটির ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপিতে প্রশিক্ষণ খাতে ১৬ কোটি ৬১ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ থেকে ২২টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য ১ কোটি ৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত দক্ষতা, যোগাযোগ, দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে এ উদ্যোগ তাদের পেশাগত সক্ষমতা ও জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ।

২০ নভেম্বর থেকে বাণিজ্যিকভাবে

অনুযায়ী, ১৯ নভেম্বর বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে পাবনা স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশে 'পাবনা উদ্বোধনী এক্সপ্রেস' ছেড়ে যাবে। পথে ট্রেনটি শুধু ঈশ্বরদী স্টেশনে যাত্রাবিরতি করবে। উদ্বোধনী ট্রেনের টিকিট কেবল পাবনা ও ঈশ্বরদী স্টেশনের কম্পিউটারাইজড কাউন্টার থেকে বিক্রি করা হবে।ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর ঢাকায় ফেরার জন্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য, পাবনা জেলার সংসদ সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য একটি ডব্লিউজেসি ও দুটি (ডঔঈঈ) কোচের আসন সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ের নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ১৯ নভেম্বর উদ্বোধনী ট্রেনটি পরিচালনা করা হবে। পরদিন ২০ নভেম্বর ঢাকা থেকে ৮০৭ নম্বর 'পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস' ট্রেনের মাধ্যমে ৮০৮/৮০৭ নম্বর আন্তঃনগর 'পাবনা প্রভাতী এক্সপ্রেস' ও 'পাবনা গোধূলি এক্সপ্রেস'-এর নিয়মিত বাণিজ্যিক চলাচল শুরু হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের উপপরিচালক (ট্রাফিক ট্রান্সপোর্টেশন) মো. মেহেদী হাসান স্বাক্ষরিত এ নির্দেশনায় পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নতুন এ ট্রেন সার্ভিস চালু হলে পাবনা ও ঢাকার মধ্যে রেল যোগাযোগে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। বিশেষ করে পাবনা, ঈশ্বরদী ও আশপাশের এলাকার যাত্রীদের ঢাকায় যাতায়াতে রেলপথে নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

টনক নড়েনি ঔষধ প্রশাসনের

ঔষধড়্গাধীপড়ৎধষ-উঢ এঃধনষবঃ এবং গধীপড়ৎধষ-উ এঃধনষবঃ-এর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। গত ৬ এপ্রিল প্রকাশিত পরীক্ষাগারের প্রতিবেদনে উভয় ওষুধের নির্দিষ্ট ব্যাচকে নির্ধারিত মানদণ্ডের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মান-বহির্ভূত হিসেবে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গধীপড়ৎধষ-উঢ এঃধনষবঃ-এর (ব্যাচ নং- ৫ক১৭২৭৪) ঘোষিত ভিটামিন-ডি৩ প্রতি ট্যাবলেটে ৪০০ ওট থাকার কথা থাকলেও পরীক্ষায় পাওয়া গেছে মাত্র ২৭৩.৮১ ওট, যা প্রায় সাড়ে একত্রিশ শতাংশ কম। একইভাবে গধীপড়ৎধষ-উ এঃধনষবঃ-এর (ব্যাচ নং- ৫ক১২২৭৬) ঘোষিত ভিটামিন-ডি৩ ২০০ ওট-এর বিপরীতে পাওয়া যায় ১৩৫.৫২ ওট, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বত্রিশ শতাংশ ঘাটতি। ড্রাগ অ্যানালিস্ট তার প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পরীক্ষিত নমুনাগুলো নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নয় এবং সম্পূর্ণ মান-বহির্ভূত।

এই ভয়াবহ মানহীনতা প্রমাণিত হওয়ার পর ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ওই ঔষধ দুটির নিবন্ধন সাময?িকভাবে স্থগিত করে এবং অবিলম্বে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বন্ধের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মান-বহির্ভূত ওষুধের বিষয়ে ঔষধ আদালতে মামলা দায়েরের উদ্যোগ নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটে এরপর থেকেই।

অভিযোগ উঠেছে, লাইসেন্সিং অথরিটি মোহাঃ আলমগীর হোসেনের দায়ি?ত্বকালীন সময়ে এই আদেশের পরবর্তী বাস্তবায়ন রহস্যজনকভাবে থমকে যায়। ঔষধ আদালতে নিয়মিত মামলা দায়েরের কথা থাকলেও তা ফাইলবন্দী করে রাখা হয় কিংবা নামমাত্র পদক্ষেপে ঝুলিয়ে রাখা হয়। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, নিবন্ধন স্থগিত থাকার পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি অবৈধ উপায়ে তাদের উৎপাদিত মানহীন ঔষধ বাজারে সরবরাহ ও বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি পরীক্ষাগারে প্রমাণিত মানহীন ও জীবনঘাতী উপাদানের ঘাটতিযুক্ত ঔষধ জব্দের পর এবং আদালতের মামলার নির্দেশ থাকার পরেও কোন অদৃশ্য শক্তির বলে দায়িত্বরত মহাপরিচালক এই প্রভাবশালী ঔষধ কোম্পানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলেন না? এর নেপথ্যে মোহাঃ আলমগীর হোসেন ও বায়োজেন ফার্মাসিউটিক্যালসের দায়ি?ত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো অনৈতিক আর্থিক লেনদেন, ঘুষ বা বড় ধরনের যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা নিয়ে এখন চারদিকে গুঞ্জন চলছে।

জনস্বাস্থ্য ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এমন নগ্ন লঙ্ঘন রোধে এবং দুর্নীতির মূল উদঘাটন করতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান বরাবর একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের আবেদন দাখিল করা হয়েছে। আবেদনে দাপ্তরিক নথি সংগ্রহ, মামলা না হওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান, অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংক হিসাব যাচাই এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা এই চক্রের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এখন সময়ের দাবি। এ বিষয়ে জানতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মহাপরিচালক মোহা. আলমগীর হোসেন সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর পিএ মোঃ শহিদুল ইসলাম খানকে ঘিরে একাধীক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়ডিজিডিএ মহাপরিচালক আলমগীর হোসেন পেছন থেকে শহিদুল ইসলাম খানকে দুর্নীতির সুযোগ করে দিচ্ছেন। আর পুরস্কার হিসাবে দিয়েছেন সিনিয়রদের টপকে পদোন্নতি। অভিযোগকারীদের দাবি, বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে।

রাঙ্গামাটি কোতয়ালী থানার

সাং-শান্তি নগর, ফিশারী ঘাট, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

০৩) চন্দন দাশ(৩৮), পদবি- পৌর কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, রাঙ্গামাটি,পিতা-জগদীস দাস, মাতা-নেপালী দাস, সাং-হাসপাতাল এলাকা, ৯নং ওয়ার্ড, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

০৪) মোঃ পারভেজ মোশারফ হোসেন(২৫), পদবি- সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাঙ্গামাটি,* পিতা-মোঃ আব্দুল হাশেম, মাতা-পারুল বেগম, সাং-সদর হাসপাতাল এলাকা,(দক্ষিণ কালিন্দীপুর), ৯নং ওয়ার্ড, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

০৫) আরিয়ান রিয়াজ(২৪),পদবি- সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাঙ্গামাটি, পিতা-মোঃ কবির, মাতা-মনোয়ারা বেগম, সাং-শান্তিনগর, ফিশারী ঘাট, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি

০৬) যিশু চৌধুরী (৩০), পদবি- সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাঙ্গামাটি, পিতা- রতন চৌধুরী, মাতা-লক্ষী চৌধুরী,সাং-চম্পকনগর,(লায়লার মার বাড়ি), ০৮নং ওয়ার্ড, রাঙ্গামাটি পৌরসভা, থানা-কোতয়ালী, জেলা- রাঙ্গামাটি,

০৭) মোঃ রাকিব(১৯), পদবি- সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাঙ্গামাটি,* পিতা-আবুল কালাম, মাতা-নুর নাহার বেগম, সাং-পাবলিক হেলথ, ৮নং ওয়ার্ড, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

০৮) নাজমুল সাকিব রাফি(২৪), পদবি- সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, রাঙ্গামাটি, পিতা-আবুল হাশেম, মাতা-মাহারুমা বেগম, সাং- ০১নং পাথরঘাটা, রিজার্ভ বাজার, ০১নং ওয়ার্ড, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

০৯) মোঃ হানিফ(৩৬), পদবি- সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, পৌর শাখা রাঙ্গামাটি,* পিতা-মোতাচ্ছির মোল্লা, মাতা-সবুরা খাতুন, সাং-মোল্লা পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি,

১০) মোঃ সেলিম(৫৫), পদবি- শ্রমিক কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক, রাঙ্গামাটি,* পিতা-সাহেব মিয়া, মাতা-ছকিনা বেগম, সাং-ভেদভেদী, মুসলিম পাড়া, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি।

(উপরোক্ত আসামীদের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে)।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে সোর্পদ করা হইবে।

বেনাপোলে ভ্রমণ কর জালিয়াতি

দ্বীপা রানী, দেব কুমার। ভারতীয় পাসপোর্টধারী যাত্রী বিশ্বজিৎ জানান, তারা বাংলাদেশে এসেছিলেন। আজ বুধবার তারা বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ফিরছিলেনি। এসময় দ্রুত সিরিয়াল ছাড়া ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলে বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকার মিলন হোসেন খান ও তার ভাই রিপন হোসেন নামে দুই পরিবহন কর্মচারীর কাছে তারা পাসপোর্ট জমা দেন। এসময় ভ্রমণ করের জাল রসিদ সরবরাহ করে তাদের হাতে ধরিয়ে দেন। পরে তারা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়েন।

বেনাপোল পোর্ট থানা সূত্রে জানা গেছে, মিলন হোসেন খানের বিরুদ্ধে পোর্ট থানায় মানবপাচারের একটি মামলা রয়েছে।অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রটি প্রতিদিন তাদের পরিবহনে আসা পাসপোর্টধারীদের কাছ থেকে ভ্রমণ করের নামে জনপ্রতি ১২০০ টাকা আদায় করে। পরে চক্রটি চেকপোস্টের বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকোনে গিয়ে জাল ভ্রমণ কর ও বন্দর করের রসিদ তৈরি করে যাত্রীদের হাতে তুলে দেয়। এসব জাল রসিদ ব্যবহার করে এ যাবত যাত্রীদের কাস্টমস কার্যক্রম পার করে আসছে।

বেনাপোল চেকপোস্ট কাস্টমসের সহকারী কমিশনার আজহারুল ইসলাম জানান, বেনাপোল চেকপোস্টে মিলন খান ও তার রিপন হোসেনের নেতৃত্বে ভ্রমণ কর জালিয়াতির একটি শক্তিশালী চক্র দীর্ঘদিন ধরে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। এ ধরনের সংবাদ আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি) সাইফুর রহমান জানান, ভ্রমণকর জালিয়াতির অভিযোগে সাতজন ভারতীয় পাসপোর্টধারীকে আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। এই জালিয়াতি চক্র ধরা পড়লেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ ধরনের অপরাধ বন্ধ হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রয়োজন সমন্বিত

সমন্বিতভাবে কাজ করার দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সিইও।

প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেবল শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা নয়, বরং প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্মত ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীদের মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাগত দক্ষতার পাশাপাশি সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা গড়ে তোলার ওপর সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সময়োপযোগী ও ভবিষ্যৎমুখী করে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ চলছে।

সাক্ষাৎকালে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সিইও রীনা ঘেলানি প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগ ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের ৮০টি দেশে প্ল্যান ইন্টারন্যাশন



এমিনে এরদোয়ানের সঙ্গে ডা. জুবাইদা রহমানের সাক্ষাৎ : নারীস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ পাঠানোর আগ্রহ তুরস্কের

স্টাফ রিপোর্টার

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তুরস্ক।

বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনে এরদোয়ান।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সহধর্মিণী ও জিরো ওয়েস্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এমিনে এরদোয়ানের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়।

মঙ্গলবার রাতে তুরস্কের আন্তালিয়ায় পাপিলন জিউগমা রিলাক্সারি হোটেলের আর ফ্লোরের কনফারেন্স-১ কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণের প্রথম দিনেই ডা. জুবাইদা রহমানের সঙ্গে তুরস্কের ফার্স্ট লেডির অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দুই দেশের সম্ভাব্য সহযোগিতা এবং নারী ও শিশুদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শামা ওবায়েদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলায় বাংলাদেশের জনগণের সক্ষমতা ও সহনশীলতার প্রশংসা করেছেন এমিনে এরদোয়ান।

তিনি বাংলাদেশে বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন, সৌরবিদ্যুৎ এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে সহযোগিতার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য, বিশেষ করে পরিবেশবান্ধব ও পচনশীল পণ্য প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে তুরস্কসহ আন্তর্জাতিক বাজারে সম্প্রসারণের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তুরস্কের ফার্স্ট লেডি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডা. জুবাইদা রহমান বৈঠকে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারী ও শিশুদের যেসব স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেগুলো তুলে ধরেন।এ ছাড়া পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি, বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ ও খাল খনন কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি তুরস্কের ফার্স্ট লেডিকে অবহিত করেন।এসব উদ্যোগের প্রশংসা করে এমিনে এরদোয়ান বলেন, জ্বালানি উৎপাদন, পাটজাত পণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে শামা ওবায়েদ বলেন, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার সময় এমিনে এরদোয়ান বাংলাদেশ ও কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে তুরস্ক সরকার রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের একমাত্র টেকসই সমাধান হচ্ছে তাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন।

তবে প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি।নারী ও শিশুদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নারীরা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।শামা ওবায়েদ জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এবং নারীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির বিষয়গুলোও বৈঠকে তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি জানান, এসব সমস্যা মোকাবিলায় তুরস্কের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সঙ্গে বিনিময়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এমিনে এরদোয়ান। এ লক্ষ্যে তিনি একটি বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে পাঠাতে চান, যারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা মোকাবিলা এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে।

শামা ওবায়েদ আরও বলেন, ডা. জুবাইদা রহমান তুরস্কের ফার্স্ট লেডিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ২০১৭ সালের বাংলাদেশ সফরের স্মৃতিচারণ করে এমিনে এরদোয়ানও আবার বাংলাদেশে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি সুবিধাজনক সময়ে শিগগিরই বাংলাদেশ সফরের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।



২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে।আজ বুধবার শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় বিমসটেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। বিমসটেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের প্রথম এ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর স্বাস্থ্য খাতের মন্ত্রী, নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস, পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখা এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী টিকার কভারেজ ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮৫ শতাংশের বেশি করা হয়েছে। চলতি নভেম্বরের মধ্যে শতভাগ কভারেজ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বাজেট দ্বিগুণ করে জিডিপির ১ দশমিক ০১ শতাংশে উন্নীত করেছে। পর্যায়ক্রমে তা জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সাখাওয়াত হোসেন।দেশে ৪,৬০০-এর বেশি ইউনিয়নে বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মীর সমন্বয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এ বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৫০ শয্যা থেকে ১৫১ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বড় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ১৫টি বড় হাসপাতালে উন্নত মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ওয়া হেলথ পদ্ধতি বাস্তবায়নে কাজ চলছে।স্বাস্থ্যসেবার ডিজিটাল রূপান্তরে সমন্বিত ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড ব্যবস্থা ও ইউনিক ই-হেলথ আইডি চালুর উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।আঞ্চলিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা জোরদারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমসটেকের আওতায় আঞ্চলিক জেনেটিক রোগ পর্যবেক্ষণ ও প্রাথমিকসতর্কতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।বক্তব্যে সাখাওয়াত হোসেন জানান, অসংক্রামক রোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নারায়ণগঞ্জের ৬ টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে ২৬৯ কোটি টাকার শুল্ক-কর ফাঁকি

স্টাফ রিপোর্টার

নারায়ণগঞ্জের ছয়টি টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে ২৬৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৭ টাকার শুল্ক-কর ফাঁকির প্রাথমিক তথ্য উদ্ঘাটন করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (সিআইআইডি)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ, বন্দর ও আড়াইহাজার এলাকায় অবস্থিত ছয়টি বন্ডেড টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে একযোগে অভিযান পরিচালনা করে অধিদপ্তরের একাধিক প্রিভেন্টিভ টিম। অভিযানে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটেলিয়ানের (এসআরবি) সহযোগিতা নেওয়া হয়।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সিআইআইডি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ড সুবিধায় শুল্ক-করমুক্তভাবে আমদানিকৃত সুতা, কাঁচামাল ও কেমিক্যাল উৎপাদনে ব্যবহার না করে অবৈধভাবে খোলাবাজারে সরবরাহ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অভিযানকালে প্রতিষ্ঠানগুলোর গুদামে মজুত সুতা, ফেব্রিক্স, কেমিক্যাল ও অন্যান্য কাঁচামালের প্রকৃত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট স্টক রেজিস্টার এবং কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (সিবিএমএস) তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে অসংগতি পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) থেকে আমদানিসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ছয়টি প্রতিষ্ঠানে মোট ২৬৯ কোটি ৪৮ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৭ টাকা শুল্ক-কর ফাঁকির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সিম ফেব্রিক্স লিমিটেড, রূপগঞ্জে প্রায় ৯০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা; জাহিন নীটওয়্যার্স লিমিটেড, বন্দরে প্রায় ৬৪ কোটি ৬১ লাখ টাকা; সানজানা ফেব্রিক্স লিমিটেড, রূপগঞ্জে প্রায় ৬০ কোটি ৩৩ লাখ টাকা; বোনাফাইড নিটিং মিলস লিমিটেড, আড়াইহাজারে প্রায় ৩৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা; মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস লিমিটেড, রূপগঞ্জে প্রায় ৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা এবং জামাল উদ্দিন টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেড, বন্দরে প্রায় ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকার শুল্ক-কর ফাঁকির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে।এতে আরও বলা হয়, বন্ড সুবিধার মূল উদ্দেশ্য রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক রাখা। এ সুবিধায় আমদানিকৃত শুল্কমুক্ত কাঁচামাল অনুমোদিত উৎপাদন ও রপ্তানির পরিবর্তে খোলাবাজারে বিক্রি করা হলে সরকার বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। একই সঙ্গে শুল্ক-কর পরিশোধকারী বৈধ ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েন।কাস্টমস গোয়েন্দার অভিযানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ সুতা ও ফেব্রিক্সের ঘাটতি এবং অন্য কয়েকটিতে ঘোষিত হিসাবের তুলনায় অতিরিক্ত মজুত পাওয়া গেছে। এসব অসংগতি বন্ড সুবিধার সম্ভাব্য অপব্যবহার ও রাজস্ব ফাঁকির ঝুঁকি নির্দেশ করছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

অভিযানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমদানি, উৎপাদন, মজুত ও ব্যবহারের তথ্যসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সমাজসেবা কর্মকর্তার চেয়ারে বসে ‘কালা ভাই ০.২’র টিকটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কর্মকর্তার চেয়ারে বসে টিকটক ভিডিও ধারণের ঘটনা ঘটেছে। শার্টের বোতাম খুলে উগ্র ভঙ্গিতে ‘কালা ভাই ০.২’ নামে একজন টিকটকার এ ভিডিও ধারণ করেছেন। এতে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। টিকটকারের নাম অভি মাহমুদ।

উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়, গত ৪ নভেম্বর টিকটকটি ধারণ করা হয়েছে। ওইদিন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বজলুল করিম তার কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কুমিল্লায় প্রশিক্ষণে ছিলেন। তার যে স্টাফ সেদিন দায়িত্বে ছিলেন তাকে শোকজ করা হয়েছে। ভিডিও ধারণকারীর মুচলেকা নেওয়া হয়। পরে তাকে তার অভিভাবকের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে একটি জিডি করে রাখা হচ্ছে।



বিশ্বজুড়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আশার আলো দেখাচ্ছে বিলুপ্ত ৫ প্রজাতির পাখি

স্টাফ রিপোর্টার

জীববৈচিত্র্য হারানোর করুণ স্মারক হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে সংরক্ষিত বিলুপ্ত পাঁচ প্রজাতির পাখি । একই সঙ্গে বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টার গুরুত্বও তুলে ধরছে এসব পাখি।

বিলুপ্ত পাখিগুলো হলো- বাখম্যানস ওয়ার্বলার, হিথ হেন, কাউয়াই ওও, ক্যারোলাইনা প্যারাকিট এবং প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন। ‘ফ্রম দিজ ল্যান্ডস : শেয়ারিং আওয়ার ন্যাচারাল অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ’ শীর্ষক একটি প্রদর্শনীতে পাখিগুলোর সংরক্ষিত নমুনা স্থান পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য, ওয়াশিংটন ডিসি এবং পাঁচটি মার্কিন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাকৃতিক ইতিহাসের ৬০০টিরও বেশি নিদর্শন নিয়ে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

প্রজাতি বিলুপ্তির কারণগুলো সম্পর্কে দর্শনার্থীদের সচেতন করা এবং প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভূমিকা তুলে ধরতে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিলুপ্ত পাঁচ পাখি, পাঁচটি গল্প

পাঁচ প্রজাতির পাখির বিলুপ্তির পেছনে সংরক্ষণব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠেছে। আবাসস্থল ধ্বংস, অতিরিক্ত শিকার, আগ্রাসী বহিরাগত শিকারি প্রাণীর বিস্তার এবং রোগব্যাধি এসব প্রজাতির বিলুপ্তির প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

বাখম্যানস ওয়ার্বলার : জলপাই রঙের সঙ্গে কালো ও হলুদ বর্ণের এ পাখিটির অস্তিত্ব বন্য পরিবেশে সর্বশেষ নিশ্চিত করা হয়েছিল ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের চার্লসটনের আশপাশে। এ প্রজাতির সর্বশেষ সংগৃহীত নমুনাটি পাওয়া যায় ১৯৪৯ সালে মিসিসিপিতে।

২০০২ সালে ৩ হাজার ৯০০ একর এলাকাজুড়ে ১৬৬ ঘণ্টা ধরে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েও গবেষকেরা পাখিটির সন্ধান পাননি। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। প্রজনন ও শীতকালীন আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাওয়া এর বিলুপ্তির অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা হয়।

হিথ হেন : গ্রেটার প্রেইরি-চিকেনের একটি উপপ্রজাতি হিথ হেন অতিরিক্ত শিকারের কারণে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। এ প্রজাতির সর্বশেষ টিকে থাকা জনগোষ্ঠী সীমাবদ্ধ ছিল ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের মার্থাস ভিনইয়ার্ড দ্বীপে। দাবানল, তীব্র শীত, শিকারি প্রাণীর আক্রমণ ও রোগব্যাধির সম্মিলিত প্রভাবে শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট পাখিগুলোও বিলুপ্ত হয়।

কাউয়াই ওও : একসময় হাওয়াইয়ের কাউয়াই দ্বীপের বনাঞ্চলে পরিচিত কণ্ঠস্বর ছিল এ পাখিটির। আবাসস্থল ধ্বংস, মশাবাহিত রোগ এবং আগ্রাসী বহিরাগত স্তন্যপায়ী প্রাণীর শিকারের কারণে পাখিটি হারিয়ে যায়। এর বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে দ্বীপটির প্রাকৃতিক শব্দভান্ডারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে যায়।

ক্যারোলাইনা প্যারাকিট : উজ্জ্বল রঙের এ পাখিটি বন উজাড়, শিকার, রোগব্যাধি এবং পোষা পাখির বাণিজ্যের জন্য ধরে রাখার কারণে বিলুপ্ত হয়। এর বিলুপ্তি দেখিয়ে দেয়, মানুষের কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্ট একাধিক চাপ একসঙ্গে কীভাবে স্থানীয় বন্যপ্রাণীর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন : একসময় উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় থাকা পাখিগুলোর একটি ছিল প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন। বিশাল ঝাঁকে উড়ে যাওয়ার সময় পাখিগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশ অন্ধকার করে রাখত। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত শিকার ও আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে কয়েক দশকের মধ্যেই এদের সংখ্যা ধসে পড়ে। সর্বশেষ পরিচিত প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন ‘মার্থা’ ১৯১৪ সালে সিনসিনাটি চিড়িয়াখানায় মারা যায়।

জীববৈচিত্র্য হ্রাসে মানুষের কর্মকাণ্ড

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বজুড়ে পাখির বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে মানুষের কর্মকাণ্ড বড় ভূমিকা রেখেছে।

যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর ইকোলজি অ্যান্ড হাইড্রোলজির পরিবেশবিষয়ক মডেল বিশ্লেষক রব কুকের মতে, ২০২৩ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় অনুমান করা হয়, গত ১ লাখ ৩০ হাজার বছরে অন্তত ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়েছে।

গবেষণায় নথিভুক্ত বিলুপ্তির তথ্যের পাশাপাশি জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে পাওয়া অনুমান যুক্ত করা হয়। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বিলুপ্ত পাখির প্রকৃত সংখ্যা আগে ধারণা করা সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

পাখির প্রায় ৯০ শতাংশ বিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে দ্বীপাঞ্চলে। এসব এলাকায় প্রজাতিগুলোর ভৌগোলিক বিস্তৃতি সাধারণত সীমিত হওয়ায় বাইরে থেকে আসা শিকারি প্রাণীর কারণে সেগুলো বিশেষভাবে ঝুঁকির মুখে পড়ে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় টিকে থাকা পাখিদের জন্যও ক্রমবর্ধমান হুমকির চিত্র উঠে এসেছে। বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনালের ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে পরিযায়ী পাখির ৪৫ শতাংশ প্রজাতির সংখ্যা কমছে এবং প্রতি ৯টি প্রজাতির মধ্যে একটি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও বিভিন্ন অঞ্চলে পাখিদের আবাসস্থল বদলে যাচ্ছে, যা তাদের অস্তিত্বের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

সংরক্ষিত নমুনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ

শিক্ষামূলক গুরুত্বের পাশাপাশি সংরক্ষিত পাখিগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণারও গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করছে।

সংরক্ষিত দেহের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ নিয়ে গবেষকেরা বিলুপ্ত প্রজাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করতে পারেন। পায়ের আঙুলের প্যাডসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে নেওয়া ক্ষুদ্র টিস্যুর নমুনায় জিনগত উপাদান থাকতে পারে, যা দিয়ে বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ জিনোম পুনর্গঠন করতে পারেন।

জাদুঘরটির উত্তর আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক কিউরেটর টরবেন রিক বলেন, জিনগত গবেষণার মাধ্যমে বিলুপ্ত ও বর্তমানে টিকে থাকা প্রজাতির বিবর্তনীয় সম্পর্ক জানা যায়। একই সঙ্গে বিলুপ্তির আগে কোনো প্রজাতির মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কি না, তাও শনাক্ত করা সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা স্থিতিশীল আইসোটোপ পদ্ধতি ব্যবহার করে পালকের নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের খাদ্যাভ্যাস, পরিযানের ধরন এবং পরিবেশগত অবস্থা পুনর্গঠন করতে পারেন।

এ ধরনের গবেষণা অতীতের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেয় এবং পরিবেশগত পরিবর্তন টিকে থাকা প্রজাতিগুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা বুঝতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করে।

গুয়াম রেল দেখাচ্ছে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা

প্রদর্শনীটি শুধু বিলুপ্তির চিত্র তুলে ধরেনি; গুয়াম রেলের উদাহরণের মাধ্যমে সফল সংরক্ষণ প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বীপাঞ্চলের এ পাখিটি প্রায় ৪০ বছর ধরে বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ ছিল। তবে সমন্বিত বন্দি প্রজনন ও পুনরায় বন্য পরিবেশে অবমুক্ত করার কর্মসূচির মাধ্যমে এর সংখ্যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন ও গুয়াম রেলের বিপরীত অভিজ্ঞতা দেখায়, সময়মতো বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপ এবং সংগঠিত সংরক্ষণ কর্মসূচি বিপন্ন প্রজাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে।

বন্দি অবস্থায় প্যাসেঞ্জার পিজিয়নের শেষ জীবিত পাখিগুলোর প্রজননের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে, সংরক্ষণবিদদের উদ্যোগে গুয়াম রেলকে আবারও তার প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষের আশা, এ তুলনা দর্শনার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, প্রতিটি বিপন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি অবধারিত নয়।

সংরক্ষণে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাখির কোনো প্রজাতির বিলুপ্তি শুধু জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নয়; এর প্রভাব আরও বিস্তৃত। বীজের বিস্তার ও উদ্ভিদের পরাগায়ণসহ বাস্তুতন্ত্রে পাখির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফলে কোনো প্রজাতির বিলুপ্তি বৃহত্তর বাস্তুতান্ত্রিক কার্যক্রমেও বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

সংরক্ষিত নমুনাগুলো ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া জীববৈচিত্র্যের প্রমাণ বহন করছে। একই সঙ্গে এসব নমুনা থেকে পাওয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভবিষ্যতের সংরক্ষণনীতি প্রণয়নে সহায়তা করতে পারে।

জাদুঘরের কিউরেটর টরবেন রিক বলেন, মানুষের কর্মকাণ্ড পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। তবে সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাবের কিছুটা বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটানোও সম্ভব।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, লক্ষ্যভিত্তিক সংরক্ষণ কর্মসূচি এবং যথাযথ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিপন্ন বন্যপ্রাণীর ভবিষ্যৎ আরও সুরক্ষিত করা যাবে।

প্রদর্শনীটির মূল বার্তা হলো, পাঁচ প্রজাতির পাখির বিলুপ্তিকে শুধু অতীতের ঘটনা হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি বর্তমানের জন্য সতর্কবার্তা এবং বিশ্বের অবশিষ্ট জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান।

সূত্র: তথ্যগুলো স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনের বিজ্ঞানবিষয়ক সহযোগী ওয়েব সম্পাদক কার্লিন ক্র্যাঙ্কিংয়ের লেখা একটি প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর ম্যাগাজিনটির ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।

সক্তি তৈরি করা অ্যাপের ফিচার বন্ধের সুযোগ দিতে যাচ্ছে ইইউ

স্টাফ রিপোর্টার

ব্যবহারকারীদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আসক্তি তৈরি করা বিভিন্ন ফিচার বন্ধের সুযোগ দিতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

পাশাপাশি ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে পণ্যের প্রচারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারকারীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলে এমন অনলাইন ফিচার নিষিদ্ধ করতে বুধবার নতুন বিধিমালা ঘোষণা করতে যাচ্ছে সংস্থাটি। ব্রাসেলস থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

ইইউ'তে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং অনলাইন কনটেন্ট নিয়ে ইতোমধ্যে বেশ কিছু আইন রয়েছে। তবে ব্রাসেলস ও ভোক্তা অধিকারকর্মীদের মতে, এসব আইনে কিছু ঘাটতি রয়েছে। ফলে ক্ষতিকর ডিজিটাল কার্যক্রমের শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা।

ইইউর নির্বাহী সংস্থা বুধবার 'ডিজিটাল ফেয়ারনেস অ্যাক্ট' (ডিএফএ) নামে ভোক্তা অধিকারবিষয়ক নতুন বিধিমালা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বড় ধরনের লঙ

পালিয়ে দিতির বাসায় বিয়ে করেছিলেন বাপ্পারাজ, শেষে যা ঘটেছিল

বিনোদন ডেস্ক

নায়করাজ রাজ্জাকের হাত ধরেই ঢালিউড অভিনেতা বাপ্পারাজের সিনেমায় অভিষেক হয়। তার অভিনীত প্রথম সিনেমা ছিল 'চাপা ডাঙার বউ'। এরপর তাকে আর পেছন ফেরে তাকাতে হয়নি। দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলেছেন একের এক সিনেমায় অভিনয় করে। এরপর তিনি



'ঢাকা ৮৬', 'জ্বীনের বাদশা', 'প্রতিশ্রুতি', 'প্রেমের সমাধি', 'প্রেমের নাম বেদনা', 'ভুলো না আমায়', 'বাবা কেন চাকর', 'পাগলীর প্রেম', 'সন্তান যখন শত্রু' ও 'মা যখন বিচারক' সিনেমায় অভিনয় করে আলোচিত হন। এ ছিল বাপ্পারাজের নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়া। নায়করাজ রাজ্জাকের ছেলে হিসেবে নয়, নিজের অভিনয়গুণে নিজেকে ঢালিউডে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। তবে তার প্রেম ও বিয়ে ছিল যেন ঠিক কোনো সিনেমার গল্পের মতোই। সম্প্রতি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলেন বাপ্পারাজ। ভালোবাসার মানুষটিকে নিজের করে চেয়েছিলেন এ অভিনেতা।

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পরিবার। তবু ভালোবাসার কাছে হার মানতে চাননি বাপ্পারাজ।

৫ ডিসেম্বর বিয়ে করছেন মিমি সামনে এলো পাত্রের পরিচয়

বিনোদন ডেস্ক :

কলকাতার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিয়ে নিয়ে আবারও শুরু হয়েছে জল্পনা। আগামী ৫ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেন এই অভিনেত্রী- এমন খবর ছড়িয়েছে টালিউডে।এর মধ্যে কলকাতার ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের স্টোরে নায়িকার উপস্থিতি সেই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে বিয়ে নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি এই অভিনেত্রী।ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, আগামী ৫ ডিসেম্বর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন মিমি। তবে পাত্র বিনোদন জগতের কেউ নন। তার ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, সিদ্ধার্থ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরেই সম্পর্কে রয়েছেন মিমি। পেশায় তিনি নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে, সব্যসাচীর স্টোরে মিমির উপস্থিতি নিয়ে এই চর্চায় আরও ঘি ঢেলেছে। কারণ, বলিউড তারকাদের বিয়ের সাজ বলতেই সবার আগে যার নাম মাথায় আসে, তিনি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। দীপিকা পাড়ুকোন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আলিয়া ভাট থেকে শুরু করে কিয়ারা আদভানি কিংবা অদিতি রাও হায়দারি–একাধিক তারকার বিয়ের পোশাক তৈরি করেছেন তিনি। মুম্বইয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতাতেও রয়েছে তার স্টোর। সেখানেই সম্প্রতি হাজির হয়েছিলেন মিমি।



কেন বিয়ে করেননি সাইফের বোন সাবা?



বিনোদন ডেস্ক

পতৌদি পরিবারের নবাব সাইফ আলি খান, মা শর্মিলা ঠাকুর ও বোন সোহা আলি খান। তারা তিনজনই বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত মুখ। কিন্তু পরিবারের অন্যদের মতো আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে পছন্দ করেন না পতৌদি পরিবারের কন্যা সাবা আলি খান। নিজের মতো করেই জীবন কাটাতে ভীষণ পছন্দ করেন তিনি। অথচ বয়স ৫০ পেরিয়েছে, এখনো বিয়ে করেননি তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন বিয়ে করেননি, সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন সাবা।সাবা আলি খান পতৌদির জন্ম ১৯৭৬ সালের ১ মে, নয়াদিল্লিতে। ২০২৬ সালে ৫০ বছরে পা রেখেছেন তিনি। অভিনেত্রী মা শর্মিলা ঠাকুরের মতো অভিনয়ে আসেননি। ভাই সাইফ আলি খান ও বোন সোহা আলি খানও যখন চলচ্চিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখন সাবা বেছে নিয়েছেন পেশায় একজন জুয়েলারি ডিজাইনার হিসেবে। নিজের নকশায় গহনা তৈরি করেন তিনি। এর পাশাপাশি ট্যারো কার্ড রিডার ও আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেন। তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে এসব পরিচয়ের পাশাপাশি ভোপালের ঐতিহ্যবাহী রাজপরিবারের দাতব্য সম্পত্তি ও তহবিল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান 'আউকাফ-ই-শাহি'র মুতাওয়াল্লি বা প্রধান ট্রাস্টি হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।অভিনেত্রী নেহা ধুপিয়া ও অঙ্গদ বেদির অনুষ্ঠানে আলাপচারিতায় নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন সাবা আলি খান।

অপূর্ব ও নীহার 'দূরের মানুষ'

বিনোদন ডেস্ক :

আবারও জুটি বাঁধলেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় দুই তারকা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও নাজনীন নীহা। কিছুদিন আগে, 'ভালো আছো তো' নামের একক নাটকে অভিনয় করে দর্শক প্রশংসা কুড়িয়েছেন এই তারকাজুটি। এর রেশ কাটতে না কাটতে তাদের নতুন নাটক মুক্তির ঘোষণা দিলেন নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিন। নাম 'দূরের মানুষ'। নির্মাতার সঙ্গে যৌথভাবে নাটকটির কাহিনি লিখেছেন রাসেল পারভেজ। নাটকে অপূর্ব ও নীহার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ প্রামাণিক। নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিনের কথায়, কিছু মানুষ জীবনে আসে, কিন্তু কখনও আপন হয়ে ওঠে না। কিন্তু থেকে যায় মনের খুব কাছাকাছি, এক অদ্ভুত দূরত্বে। ভালোবাসা আর দূরের এমনই এক কাহিনি তুলে আনা হয়েছে 'দূরের মানুষ' নাটকে, যা দর্শক মনে ছাপ ফেলবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন এই নির্মাতা। অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্বর কথায়, জাকারিয়া সৌখিন একজন পরীক্ষিত নির্মাতা; যার সঙ্গে বহু বছর ধরে কাজ করছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে যে বিষয়টি তার যেটি স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো- দর্শক প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি সৌখিন বারবার চেষ্টা করেন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন কিছু উপস্থাপনের।





অন্দরমহলের তথ্য ফাঁস করলেন কিয়ারা

বিনোদন ডেস্ক

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি বর্তমানে দ্বিতীয় সন্তানের মা হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। এর আগে অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানির দম্পতি প্রথম সন্তানের বাবা- মা হন। এ তারকা দম্পতিকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনসহ তাদের ভক্ত-অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। এবার জনপ্রিয় টকশো 'কফি উইথ করণ'-এর নতুন পর্বে তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন করেছেন সঞ্চালক করণ জোহর। একপর্যায়ে দম্পতির 'ডেট নাইট' ও বেডরুমের গল্পও উঠে আসে তাদের আড্ডায়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অনুষ্ঠানটির নতুন পর্বের প্রোমো। সেখানে সিদ্ধার্থ-কিয়ারা দম্পতির বিয়ের স্মৃতি থেকে শুরু করে দাম্পত্যের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানে তাদের বিয়ের একটি মজার ঘটনাও সামনে আসে। জয়সলমীরে বিয়ের অনুষ্ঠানে করণের সঙ্গে নাচতে মঞ্চে উঠেছিলেন শহীদ কাপুর।

খেলাধুলা

ফাইনালের ভূতই ঘাড় মটকাল নাজমুলদের

ক্রীড়া ডেস্ক :

নাজমুল হোসেন ব্যাপারটা মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিলেন। সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি সামনে আসার আগে ক্রিকেটারদের নিজেদের আলোচনায় অবশ্য উঠে এসেছিল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের সমীকরণ।তবে প্রকাশ্যে নিজেদের ভাবনা কিংবা প্রত্যাশার কথা সেভাবে বলতে চাননি কেউ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজপূর্ব সংবাদ সম্মেলনেও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার পথে এই সিরিজের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। নাজমুলের উত্তর ছিল, প্রতিটি ম্যাচ ধরে এগোতে চান তাঁরা। কথায় ফাইনালের চাপ স্বীকার না করলেও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন।

নাজমুলদের মাথায় তত দিনে ফাইনালের একটি ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যেকোনো মূল্যে দুটি টেস্টই জিততে চেয়েছিল বাংলাদেশ।



আফগানিস্তানের সঙ্গে চার দেশের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বাতিল

ক্রীড়া ডেস্ক

তালেবান সরকারের অধীনে নারী অধিকার এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কারণে আফগানিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট সিরিজ খেলতে চায় না



অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলতে আপত্তি নেই তাদের। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের টানাপোড়েনের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের অবস্থান যত শক্তিশালী হচ্ছে, মাঠের বাইরের বাস্তবতা ততই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।



বাংলাদেশের বিপক্ষে ডাগআউটে বাংলাদেশেরই সাবেক কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক

খেলোয়াড়ি জীবনে গতির ঝড় তুলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কাটিয়েছেন প্রায় এক দশক। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি–তিন সংস্করণেই খেলেছেন চার্ল ল্যাঙ্গেভেল্ট। এবার নেপথ্যে থেকে প্রোটিয়া দলে অবদান রাখতে যাচ্ছেন তিনি।এটাই অবশ্য প্রথম নয়। এর আগে দুই মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচিং প্যানেলে ছিলেন ল্যাঙ্গেভেল্ট। প্রথম মেয়াদ ছিল ২০১৫ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। আর ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার আগে বাংলাদেশেরই বোলিং কোচ ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালের জুনে বাংলাদেশের বোলিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ল্যাঙ্গেভেল্ট। এবার সাবেক দলের বিপক্ষেই নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। দুই দলের টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং পরামর্শক হিসেবে থাকবেন তিনি।ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য দলের সাপোর্ট স্টাফে যুক্ত হয়েছেন ল্যাঙ্গেভেল্ট।

২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৬টি টেস্ট, ৭২টি ওয়ানডে ও ৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ল্যাঙ্গেভেল্ট। ৫১ বছর বয়সী সাবেক পেসারের কোচিং অভিজ্ঞতা বেশ সমৃদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি জিম্বাবুয়ে, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গেও কাজ করেছেন তিনি।

হার্দিকে-আর্শদীপে 'বিনিময়' মুম্বাই-পাঞ্জাবের

ক্রীড়া ডেস্ক

নিলামের আগেই আইপিএলের দলবদলে বড় চমক! 'বিনিময় প্রথায়' নতুন ঠিকানা পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া-আর্শদীপ সিংহ। নেতৃত্বে থাকা হার্দিককে ছেড়ে দিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। তার বদলে পাঞ্জাব কিংসের বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা আর্শদীপকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। আইপিএল ২০২৭ সামনে রেখে দুই দলের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে খেলোয়াড় অদলবদল। এই চুক্তিতে পাঞ্জাবে যোগ দেওয়া হার্দিকের পারিশ্রমিক ১৬ কোটি ৩৫ লাখ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৮ কোটি রুপি। অন্যদিকে, আর্শদীপ মুম্বাইয়ে যোগ দিচ্ছেন আগের পারিশ্রমিকেই, ১৮ কোটি রুপিতেই। ২০২৪ সাল থেকে মুম্বাইয়ের অধিনায়ক ছিলেন হার্দিক। ৩৩ বছর বয়সী অলরাউন্ডারের বিদায়ে আগামী মৌসুমের জন্য নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। ২০১৫ সালে মুম্বাই দিয়েই আইপিএল অভিষেক হয়েছিল তার। পরে গুজরাট টাইটানসের অধিনায়কত্ব করে ২০২২ ও ২০২৩ মৌসুমে খেলেন। ২০২৪ সালে ফেরেন মুম্বাইয়ে। তবে 'ঘরে' ফেরাটা একদমই সুখকর ছিল না তার।



আর্জেন্টিনা দলের নতুন অধ্যায়ে কেমন হবে স্কালোনির কৌশল

ক্রীড়া ডেস্ক

২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মনে হয়েছিল তিনি হয়তো আর থাকবেন না। তবে সব জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ হিসেবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিওনেল স্কালোনি। 'স্কালোনেতা'-র কারিগরের জন্য এটি হতে যাচ্ছে আলবিসেলেস্তেদের ডাগআউটে তৃতীয় অধ্যায়, যেখানে তার সামনে হাতছানি দিচ্ছে আরো বড় সব মাইলফলক ছোঁয়ার। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এই সিদ্ধান্তটি আর্জেন্টিনা দলের নতুন অধ্যায়ের ভবিষ্যৎ কৌশল কেমন হবে তা জানতেও আগ্রহী কোটি কোটি আর্জেন্টাইন ভক্ত। তাই বস স্কালোনির আগামীর কৌশলে সামনে নতুন অধ্যায়ের ১০ প্রশ্নোত্তর নিয়ে এক প্রতিবেদন করেছে আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম 'ডায়রিও ওলে'। মেসিকে ছাড়া দল কীভাবে খেলবে? সর্বকালের সেরা ফুটবলারের বিদায় দলে এমন এক শূন্যতা তৈরি করবে, যা পূরণ করা মোটেও সহজ নয়। তবে চলতি চক্রেই চোটের কারণে 'নাম্বার টেন' যখন মাঠের বাইরে ছিলেন, তখন জাতীয় দল বারবার প্রমাণ করেছে যে নেতাকে ছাড়াও তারা জিততে জানে। নতুন পরিকল্পনায় দলের দায়িত্ব সবার মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে।



আপনার সন্তান মাদকাসক্ত কি না, বুঝবেন কীভাবে



লাইফ স্টাইল ডেস্ক :

পরিবারের নজর এড়িয়ে মাদক গ্রহণ করে, এমন কিশোর-তরুণের সংখ্যা নেহাত কম নয় পরিবারের নজর এড়িয়ে মাদক গ্রহণ করে, এমন কিশোর-তরুণের সংখ্যা নেহাত কম নয়ছবি: পেক্সেলস

উঠতি বয়সে সন্তানের আচরণে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। অভিভাবক হিসেবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, হরমোনজনিত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটছে তার।

আবেগের দিক থেকে ভীষণ টালমাটাল একটা সময় পার করছে সে। তার যেকোনো বিষয়ে আপনি অধৈর্য হলে তার জীবনের বড় ক্ষতির ঝুঁকি আছে। দুএকটি পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতা দেখেই তাকে সন্দেহ করা যাবে না। যদি বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং এসব বেশ লম্বা সময় ধরে থেকে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, তার কোনো একটা সমস্যা হয়েছে।

কেবল মাদক গ্রহণের কারণে নয়, একাডেমিক বা পারিপার্শ্বিক চাপ কিংবা মানসিক পীড়ার মতো কিছু কারণেও এ ধরনের পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

আচরণে পরিবর্তন

আপনার আদরের সন্তান হুট করে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। পরিবারের সঙ্গে তার যে স্বাভাবিক আন্তরিকতা ছিল, তা নষ্ট করে ফেলতে পারে।

> পরিবারের নজর এড়িয়ে মাদক গ্রহণ করে, এমন কিশোর-তরুণের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অনেক সময়ই ছোটখাটো পরিবর্তনগুলো অভিভাবকের চোখ এড়িয়ে যায়। তাই কিছু বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। তবে এমনটাও যেন মনে না হয় যে আপনি নজরদারি করছেন। এ প্রসঙ্গে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী শারমিন হক-এর সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন রাফিয়া আলম

অতিরিক্ত বিরক্তি, জেদ বা রাগ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে। বড়দের সঙ্গে বেয়াদবিও করে ফেলতে পারে।

বদমেজাজি হয়ে উঠতে পারে। হয়ে যেতে পারে মারমুখী।

নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে যাওয়ার জন্য কিংবা নির্দিষ্ট কোনো বন্ধুর কাছে যাওয়ার জন্য প্রায়ই বা রোজ ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তে পারে।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং পোশাকের পারিপাট্য নিয়ে স্বাভাবিক সচেতনতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

পড়ালেখা এবং দৈনন্দিন কাজে অনীহা দেখা দিতে পারে। অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে।

কেউ তাকে সন্দেহ করছে কি না, এ নিয়ে অতিরিক্ত সতর্কতাও প্রকাশ পেতে পারে তার আচরণে।

অতিরিক্ত গোপনীয়তা

নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অতিরিক্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে। কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, কখন ফিরতে পারে–এ ধরনের প্রশ্নে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

তার ঘরে ঢুকলে রাগ হতে পারে। এমনকি ঢোকার আগে দরজায় নক করলেও।

মাদক গ্রহণের ফলে নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা হয়। একেক মাদকের একেক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে শরীরে

মাদক গ্রহণের ফলে নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা হয়। একেক মাদকের একেক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে শরীরেছবি: পেক্সেলস

শারীরিক অস্বাভাবিকতা

মাদক গ্রহণের ফলে নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা হয়। একেক মাদকের একেক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে শরীরে। তবে অনেক ধরনের মাদকের ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ পরিবর্তন হতে পারে। উল্লেখযোগ্য শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যেসব পরিবর্তন হতে পারে–

ঘুমের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়া অতিরিক্ত ক্লান্তি চোখ লালচে হয়ে যাওয়া ক্ষুধামান্দ্য ওজনের পরিবর্তন আর্থিক অসামঞ্জস্য স্বাভাবিক হাতখরচের চেয়ে বেশি অর্থ দাবি করতে পারে সে।

বাড়তি আর্থিক চাহিদা পূরণ করা না হলে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও দেখাতে পারে।

অভিভাবকের গচ্ছিত অর্থ প্রায়ই খোয়া যেতে পারে।

প্রায়ই হারিয়ে যেতে পারে বাড়ির নানান জিনিস।

পেতে পারেন আরও সূত্র

সন্তানের ঘরে অস্বাভাবিক ঘ্রাণ কিংবা মাদক বা মাদক গ্রহণের অনুষঙ্গ পেতে পারেন আপনি।

সন্দেহজনক এলাকায় তার উপস্থিতি চোখে পড়তে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশাও শুরু করতে পারে সে।

আপনার সন্তান স্কুলে বুলিং থেকে সুরক্ষিত তো?

সুপথে ফেরাতে

সন্তান মাদক নিচ্ছে বলে সন্দেহ হলে তার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। প্রমাণ পেলেও ধমক, অপমান কিংবা মারধর করে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা যাবে না।

ঘরবন্দী করে ফেলা যাবে না। এই অবস্থায় কড়া শাসন করতে গেলে তার আসক্তি বাড়তে পারে কিংবা নিজেকে আঘাত করতে পারে, এমনকি বেছে নিতে পারে আত্মহত্যার পথও।

আন্তরিক থাকুন। তার জীবনে কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, জানতে চান। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

সে কাদের সঙ্গে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে–এসব খেয়াল রাখুন। তার কাছেও জানতে চান এসব বিষয়ে। তবে জেরা করবেন না। বরং এমনভাবে প্রশ্ন করুন, যেন সে বুঝতে পারে, তার নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগের কারণেই এসব জানতে চাইছেন।

সন্তান মাদক নিচ্ছে বলে সন্দেহ হলে তার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন

সন্তান মাদক নিচ্ছে বলে সন্দেহ হলে তার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজনছবি: পেক্সেলস

সরাসরি মাদক বিষয়ে কথা বললে সে অস্বীকার করতে পারে। তাই শারীরিক পরীক্ষার কথা বলে তাকে একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। চিকিৎসকের সঙ্গেও আগে থেকেই নিজের সন্দেহের ব্যাপারে কথা বলে রাখা ভালো, যাতে তিনিও কৌশলী আচরণ করেন।

চিকিৎসক পরীক্ষা করাতে দিলে রক্তের নমুনা সংগ্রহের সময় সন্তানের সঙ্গে থাকুন। প্রস্রাবের নমুনাও সঠিকভাবে দিচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত হোন। কারণ, মাদকাসক্ত হয়ে থাকলে নমুনায় গোলমাল করার নানান বুদ্ধি বের করতে পারে সে। আসক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন। আসক্তি থেকে মুক্ত হতে মনোবিদের সহায়তাও প্রয়োজন হয়।

৭ মাসে ৩৭ কেজি ওজন কমিয়ে র‍্যাম্পে ফিরেছেন মডেল মাশিয়াত, কীভাবে সম্ভব করলেন

লাইফ স্টাইল ডেস্ক

মাশিয়াত রহমান মডেল ও অভিনেত্রী। এই পেশায় নিজেকে ফিট রাখা কতটা জরুরি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। র‍্যাম্পের আলোয় নিজেকে মেলে ধরতে যেমন আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন শরীরের যত্ন ও নিয়ম মেনে চলা।

কিন্তু একজন নারী যখন মা হন, তখন শরীরে আসে স্বাভাবিক নানা পরিবর্তন। মাশিয়াতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর মাশিয়াতের ওজন বেড়ে গিয়েছিল ৩৭ কেজি। তবে এই বাড়তি ওজন নিয়ে একদমই বিচলিত ছিলেন না মাশিয়াত। কারণ, বাড়তি ওজন কমিয়ে ছন্দে ফেরার অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও ছিল। ওজন কমাতে যা করেছেন

প্রথমবার মা হওয়ার পর ৯৮ কেজি থেকে ৫২ কেজিতে নেমে এসেছিলেন মাশিয়াত। একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রেও। ২০২৬ সালে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর তাঁর ওজন বেড়ে দাঁড়ায় ৯২ কেজিতে। সাত মাসের মধ্যে সেখান থেকে ৩৭ কেজি কমিয়ে এখন ওজন ৫৫ কেজি। এর মধ্যে ১১ কেজি স্বাভাবিকভাবেই কমেছে আর বাকি ২৬ কেজি কমাতে ডায়েটের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন মাশিয়াত।

কোন অনুপ্রেরণায় এমন পরিবর্তন সম্ভব হলো–জানতে চাইলে মাশিয়াত বলেন, 'আমি আমার কাজ ভালোবাসি। অনেক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই জায়গা তৈরি করেছি। তাই আবারও নিজেকে সেই জায়গায় দেখতে চেয়েছি। নিজের ওপর বিশ্বাস আর ইচ্ছাশক্তিই আমাকে এতটা পথ এগিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছাই আমাকে আবার কাজের জায়গায় ফিরিয়েছে।'

মাশিয়াত ওজন কমিয়েছেন কাজে ফেরার অনুপ্রেরণা থেকে

মাশিয়াত ওজন কমিয়েছেন কাজে ফেরার অনুপ্রেরণা থেকেছবি: ফেসবুক থেকে

মাশিয়াতের কাছে ডায়েট মানে না খেয়ে থাকা নয়, বরং সঠিক ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া।

সিসেকশনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ায় তেমন কোনো শরীরচর্চা করেননি তিনি। নিয়মিত হাঁটাই ছিল তাঁর শারীরিক পরিশ্রমের একমাত্র পথ।

সাত মাসের এই ওজন কমানোর যাত্রায় তাঁকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেছেন প্যানকেয়ার হাসপাতালের পুষ্টিবিদ সাজিয়া মাহমুদ। এই পুষ্টিবিদের তত্ত্বাবধানেই প্রথম সন্তান জন্মের পর ওজন কমিয়েছিলেন মাশিয়াত। সাজিয়া মাহমুদের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি নিজের শরীর বুঝে এগিয়েছেন তিনি।

মা হওয়ার পর শরীরে আসে নানা পরিবর্তন। সন্তান জন্মের পর বাড়তি ওজন কমিয়ে আগের ছন্দে ফেরা তাই অনেকের জন্য কঠিন। তবে ইচ্ছাশক্তি আর নিয়ম মেনে সেই আগের ছন্দেই ফিরেছেন মডেল মাশিয়াত রহমান; তাও একবার নয়, দুবার। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর মাত্র ৭ মাসে ৩৭ কেজি ওজন কমিয়ে আবার র‍্যাম্পে ফিরেছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হুমায়রা মাহজাবিন



লাইফ স্টাইল

পুণ্যার্থীদের সঙ্গে মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বতে ঘুরতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল

লাইফ স্টাইল ডেস্ক :

একটা সমকোণ বাঁক ঘুরতেই চালক গাড়ি থামিয়ে গভীর অনুভূতি নিয়ে 'ওঁ নমঃ শিবায়'-এর মতো কিছু একটা বলে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। তারপর রাস্তায় শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

ট্যুর কোম্পানির একটি মাইক্রোবাস। চালক ছাড়া আছেন একজন তিব্বতি গাইড, ভারতীয় বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় তরুণ-তরুণী, রাশিয়া থেকে আসা বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা জন্মসূত্রে চীনা এক ভদ্রমহিলা আর আমি। ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে তাঁরা এসেছেন–কেউ মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে, কেউ পুণ্য অর্জন করতে। তাঁরাও দৌড়ে গাড়ি থেকে নেমে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

এই বাঁক ঘুরলেই প্রথম চোখে পড়ে কৈলাস পর্বত। তাই এই ভক্তিপ্রণাম। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পর এই প্রথম কৈলাস দর্শন!



২০১৯ সালের মে মাসে কাঠমান্ডু থেকে শুধু তিব্বত পারমিট নিয়ে বিমানে তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাই। যাঁরা এই ফ্লাইটে গেছেন, তাঁরা জানেন, কতটা মনোহর এই ভ্রমণ। হিমালয় পর্বতমালাকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে পাড়ি দেওয়া, আর একেবারে মাউন্ট এভারেস্টকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার তুলনা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু দুই চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া!

এটি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও বন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম তীর্থস্থান লাসা, তিব্বতের দিকের এভারেস্ট বেজক্যাম্পসহ আরও কিছু দর্শনীয় স্থান দেখে ষষ্ঠ রাতে আমরা সাগা নামের একটি শহরে রাত যাপন করি। তিব্বতের শহরগুলোর নাম ঠিক করে বলা মুশকিল। কখনো চীনা নাম, কখনো তিব্বতি শব্দ, আবার কখনো ইংরেজি নাম। সাগা শহরটি ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে। এখানে ব্রহ্মপুত্র খুব বেশি চওড়া নয়। মনে হয় সাধারণ একটি খরস্রোতা পাহাড়ি নদী।

সেখান থেকে কয়েক ঘণ্টার গাড়ি চালানো দূরত্বে মানস সরোবর। মানস সরোবরের কারণে এই রাস্তা ৯০ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে। এই বাঁক ঘুরলেই প্রথম দেখা যায় কৈলাসের চূড়া।

সবাই কৈলাস পর্বত প্রথম দেখার কৃত্যাদি শেষ করলেন। আমাদের গাইড ব্যাখ্যা করলেন, কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ দিকে সিঁড়ির মতো যে ধাপগুলো দেখা যায়, সেখান দিয়েই পাশের একটি হ্রদে রাবণকে ফেলে দেন শিব। সেই হ্রদের নাম রাক্ষস তাল বা রাক্ষস লেক। দুটি হ্রদ পাশাপাশি। মানস সরোবরের জল স্বাদু আর রাক্ষস লেকের জল লবণাক্ত। কেন আমি জানি না। তবে এত উঁচুতে লবণাক্ত জলের হ্রদ খুব বেশি নেই।

এই বাঁক থেকে অবশ্য হ্রদ দুটি দেখা যায় না। শুধু দূরের কৈলাস পর্বতের চূড়াটাই দেখা যায়।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা পৌঁছাই স্বপ্নের মানস সরোবরে। নীল পদ্মের খোঁজে আমি মানস সরোবরে যাইনি। আমার ধারণা, ভূগর্ভস্থ পানি আবিষ্কারের আগে এই শক্তিশালী নদীগুলোই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখত। সেই বাস্তবতা থেকেই হয়তো ভারতের বড় বড় নদীর উৎস খুঁজতে গিয়ে মানুষ মানস সরোবরের সন্ধান পেয়েছিল। তখন হেঁটেই এসবের সন্ধানে যাত্রা করতে হতো।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে এগিয়ে যান কোনো কোনো পুণ্যার্থী

আমারও স্বপ্ন ছিল, হেঁটে মানস সরোবর যাব। সেই স্বপ্ন থেকেই এই যাত্রা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মিটার ওপরে বেশ কিছু হ্রদ দেখেছি। কিন্তু মানস সরোবর পৃথিবীর সেরা। সেখানে কোনো নীল পদ্ম নেই। এত উঁচুতে অতি স্বল্পজাত কিছু উদ্ভিদ ছাড়া আর কোনো কিছুর টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ কী নির্মল, কী অকলঙ্কিত সেই হ্রদ! ৩৬০ ডিগ্রিজুড়ে শুধু শ্বেতশুভ্র মুকুটধারী পাহাড়। আর সবকিছুকে ছাপিয়ে কিছুটা দূরে কৈলাস পর্বত। তার চূড়ায় রাজমুকুটের মতো বিশাল আকৃতির জমাট তুষার।

তিব্বত চীনের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর কিছুটা কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় মানস সরোবরে সরাসরি স্নান করা নিষিদ্ধ। বালতিতে পানি তুলে আলাদা স্নানের জায়গায় স্নান করার ব্যবস্থা। আমাদের দলের মধ্যে শুধু সেই তরুণ জুটির তরুণী প্রায় হিমশীতল পানিতে স্নান করলেন।

কৈলাস পরিক্রমা ৫২ কিলোমিটার। দুই রাত, তিন দিন। আমরা কৈলাসের উপকণ্ঠে ডারচেন নামের একটি শহরে যাই। চীনের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পর তিব্বতের সব এলাকা পাকা রাস্তা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। আধুনিক অনেক সুবিধাই এখানে আছে। যে হোটেলে আমরা রাতে থাকি, সেটিও মোটামুটি আধুনিক। আর সেখান থেকে কৈলাস পর্বত যেন একেবারে হাতের নাগালে। দক্ষিণ দিক থেকে কৈলাস পর্বত দেখে মন উপচে পড়ে।

পরের দিন শুরু করি পরিক্রমা। কিছুদূর পর্যন্ত গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর হাঁটা শুরু। ট্রেইল হিসেবে খুব কঠিন নয়। প্রথমে যমদুয়ারী পার হতে হয়। বিশ্বাস অনুযায়ী, এটি পার হওয়া মানে আপনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে নতুন জীবন লাভ করলেন। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কোরা করেন। তাঁরা আমাদের মতো হেঁটে হেঁটে যান না। দাঁড়ানো থেকে মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। হাত যে জায়গা পর্যন্ত মাটি ছুঁয়েছে, আবার দাঁড়িয়ে সেই জায়গা পর্যন্ত হেঁটে যান। এভাবেই ৫২ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করেন। তাঁদের কত দিন লাগে, আমার জানা নেই।

বিকেলে কৈলাসের উত্তর দিকে পৌঁছাই। কৈলাস পর্বতের এই দিকটাকে বলা হয় শিবের মুখ। কৈলাসের সব সৌন্দর্য যেন এই দিকেই লুকিয়ে। সবচেয়ে উঁচুতে চুলের ঝুঁটির মতো যে চূড়াটি, সেটিকে বলা হয় শিবের জটা। সেদিন আমার ভাগ্য ভালো ছিল না। শিবের মুখজুড়ে ছিল ঝোড়ো মেঘ। তাই ভালো করে দেখতে পারিনি।

রাতে আমরা ধিরাপুক নামের একটি মঠে থাকি।

দ্বিতীয় দিনটা বেশ কঠিন। এদিন ডোলোমা পাস পার হতে হয়। রাতে থাকি জুট্টুলপুক নামের আরেকটি মঠে। পরের দিন বেশ সহজ। ৮-১০ কিলোমিটার হাঁটার পর বাকি পথ গাড়িতে। আবার ফিরে আসি ডারচেনে। ফেরার পথে রাশিয়ান ভদ্রলোক একটি পরিত্যক্ত রুদ্রাক্ষের মালা খুঁজে পান। তিনি বিশ্বাস করেন, স্বয়ং মহাদেব এই মালা তাঁর জন্য পাঠিয়েছেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি।



বেশিরভাগ সময় বিয়ের কনে লাল শাড়ি পরেন কেন?

লাইফ স্টাইল ডেস্ক :

বিয়ে এমন একটি সামাজিক প্রথা, যা হাজার বছর ধরে চলে আসছে। আর বিয়েতে লাল রং যেন অপরিহার্য, বিশেষ করে বাঙালি বিয়ের কনেরা বেশিরভাগ লাল বেনারসি পরে থাকে। লাল রঙের বেনারসী ছাড়া বাঙালি কনে যেন ভাবাই যায় না। আক্ষরিক দিকে থেকে লাল রং কে বলা হয় সাহসের প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীরা বিয়েতে এ ঐহিত্যবাহী রঙের পোশাক পরেন। কিন্তু এই রং এর এত আধিপত্য কেন?

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ের আচার-আচরণে অনেক তফাৎ? এসেছে, তবুও দুটি মানুষের একসঙ্গে জীবন শুরু করার মূল নিয়ম একই রয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিয়ের প্রথায় বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হিন্দু বাঙালি নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাল রঙের বেনারসি পরে বিয়ে করে থাকেন। আবার মুসলিম মেয়েদের বিয়েতে লাল রঙের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। লাল রঙের পোশাকে সেজে নববধূ যেন আরও সুন্দর হয়ে ওঠেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ এবং পছন্দে এসেছে পরিবর্তন। তাই অনেকে বিয়েতে লাল ছেড়ে অন্য রং বেছে নিচ্ছেন। তবে বিয়ের কনে মানেই লাল বেনারসি, সেই আধিপত্য এখনো বিরাজমান। কিন্তু কেন বিয়েতে কনের লাল রঙের পোশাকই বেশি প্রচলিত। জেনে নিন এর পেছনে থাকা আসল কারণ- বেশিরভাগ সময় বিয়ের কনে লাল শাড়ি পরেন কেন?

বিশ্বমঞ্চে নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে 'গ্ল্যামারাস গ্যালারি বাই মাহি' লাল রঙের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে লাল সবসময়ই শ্রদ্ধা এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। লাল হলো জীবনের রং, জীবনীশক্তির প্রতীক এবং শুভ সূচনার চিহ্ন। বিয়ের প্রেক্ষাপটে লাল উর্বরতাকে নির্দেশ করে, উন্নতি-সমৃদ্ধি এবং দাম্পত্য জীবনের সুখের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ঐহিত্যগতভাবে কনেরা এসব বৈশিষ্ট্য লালন করেন বলে ধরে নেওয়া হয়। সে দিক থেকে বাঙালি বিয়েতে লাল রঙের ব্যবহার যেন নান্দনিকতার চাইতেও বেশি কিছু। ঐহিত্যগত দিক থেকে পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্যরা বিয়েরে কনেকে লাল রঙে দেখতে পছন্দ করেন। সে কারণেই অনেকে বিয়েতে লাল শাড়ি পরার সিদ্ধান্ত নেন। সামাজিক আর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বেশি গুরুত্ব পায় এক্ষেত্রে। আবার বিয়েতে লাল পোশাক পরার ধর্মীয় কারণেও হয়ে থাকে। হিন্দু বিয়েতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনেকে লাল রং এর পোশাকে দেখা যায়। আর বাঙালি কনের সাজ তো টুকটুকে লাল বেনারসি ছাড়া অসম্পূর্ণ। আজকাল লাল ছেড়ে অনেকেই বিভিন্ন হালকা কালারের শাড়ি বা লেহেঙ্গার দিকে ঝুঁকলেও একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে লাল রঙের নববধূর সাজ একটা আলাদা মাত্রা পায়। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেলে বিয়ের লাল শাড়ি দেশি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে এর সৌন্দর্য বিয়ের কনেকে অন্যদের আলাদা আর্কষণ দেয়। মূলত বিয়ে নতুন জীবনের সূচনা। আর লাল হলো ভালোবাসার রং। তাই ভালোবাসার রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নতুন জীবনের পথে পা রাখেন মেয়েরা। নতুন জীবন শুরুর আগে তাই লাল রঙকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিয়ের কনে যখন লাল রঙের শাড়ি বা লেহেঙ্গা পরেন, তখন তার মধ্যে পজিটিভ এনার্জির যোগান দেয়। এই কারণেই বিয়ের কনেকে প্রধানত লাল রঙে সাজানো হয়। সূত্র: এই সময়

সম্পাদকীয়

এ ধারা অব্যাহত থাকুক

অর্থনীতিতে ইতিবাচক আভাস

দেশের অর্থনীতি নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। ধারাবাহিক উচ্চ মূল্যস্ফীতি, সরকারি-বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ খরা, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি না হওয়ায় ধুঁকছে অর্থনীতি।

বিশেষ করে সীমিত আয়ের মানুষ দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন। এর মধ্যেও আশার খবর হলো, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস মিলছে। গত দুই মাসে পিএমআই সূচক বলছে, ধারাবাহিক সংকোচন কাটিয়ে অর্থনীতি আবার সম্প্রসারিত হচ্ছে। কৃষি, উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা–এই চার খাতেই অক্টোবর মাসে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেছে।

গতকাল কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে।খবরে বলা হয়, অক্টোবরে বাংলাদেশের সামগ্রিক পিএমআই আগের মাসের তুলনায় ৩.২ পয়েন্ট বেড়ে ৫১.৮-এ দাঁড়িয়েছে। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ (পিইবি) গত রবিবার অক্টোবর মাসের পিএমআই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, অক্টোবরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি ফিরেছে, বিশেষ করে কৃষি খাতের সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হয়েছে।

একই সঙ্গে উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাতও সংকোচনের অবস্থা থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে। জানা যায়, পিএমআই সূচক ৫০-এর ওপরে থাকলে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ এবং ৫০-এর নিচে থাকলে সংকোচন নির্দেশ করে। এই হিসাবে অক্টোবরের ৫১.৮ পয়েন্টের সূচক দেশের অর্থনীতিতে সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে সামগ্রিক পিএমআই ১.৩ পয়েন্ট কমে ৪৮.৬-এ নেমে এসেছিল। ওই মাসে উৎপাদন খাতের সূচক ছিল ৪৪.৮, নির্মাণ খাতের ৪৮.৫ ও সেবা খাতের ৪৯.০। তিনটি খাতই তখন সংকোচনের মধ্যে ছিল। বিপরীতে কৃষি খাত ৫৫.২ পয়েন্ট নিয়ে সম্প্রসারণের ধারায় ছিল। যদিও এই সূচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নয়; তবে ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও প্রবণতা বোঝার একটি নির্দেশক। বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। আস্থার অভাবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। মব নামে নতুন অরাজকতা দেখা দেয়। এরপর একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তবে দায়িত্ব গ্রহণের পরই সরকারকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতে জ্বালানির বাজার অস্থির হয়ে পড়ে। তবে শুরু থেকেই সংকট মোকাবেলায় সরকার বেশ কিছু কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার দেশের শাসনক্ষমতায় আসায় আস্থার পরিবেশও ফিরেছে। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এই পিএমআই সূচক। এদিকে গতকালই কালের কণ্ঠে প্রকাশিত আরেক প্রতিবেদনে জানা যায়, ব্যবসার শুরুতে ভোগান্তি কমাতে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এখন কম্পানি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে আসছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যা ১২ নভেম্বর চালু হচ্ছে। তবে মাঠ পর্যায়ে এসব উদ্যোগের সুফল পেতে হলে আরো কিছু জরুরি কাজ সম্পন্ন করা দরকার। আমাদের দেশে আইন-কানুন কম নেই, কিন্তু যথাযথ প্রয়োগে সব সময় ঘাটতি দেখা যায়। এমন ঘাটতি দূর করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গতি ফেরাতে সরকারকে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতকে বলা হয় অর্থনীতির প্রাণ, এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ব্যাংক খাতে আস্থা ফেরানোর বিকল্প নেই। আমরা মনে করি, পিএমআই সূচকে যে ইতিবাচক আভাস মিলছে, তার স্থায়ী রূপ দিতে সরকারকে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আশা করি, পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শিগগিরই দেশে সুদিন আসবে।

জলবায়ু সংকট ও ঋণফাঁদে গ্রামীণ জীবন

ড. রাধেশ্যাম সরকার

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তন, জীবিকার অনিশ্চয়তা ও আর্থিক বঞ্চনার সম্মিলিত প্রতিকূলতার মুখোমুখি। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও নদীভাঙন, কৃষি, মৎস্যসম্পদ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করছে।

দেশের অর্ধেকেরও বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ক্ষুদ্র কৃষক ও পারিবারিক খামারগুলো জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও অভিযোজন সহায়তা থেকে বঞ্চিত। ফসলহানি, পুকুর ও মাছের ঘেরের ক্ষতি কিংবা নদীগর্ভে বসতভিটা বিলীন হওয়ায় তাদের আয় ও সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। মাটি ও পানির গুণগত অবনতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি সংকটকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করছে।

ফলে জলবায়ু পরিবর্তন এখন শুধু পরিবেশগত বিপর্যয় নয়, গ্রামীণ জীবিকার নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারেরও সংকট।

এই সংকটের অন্যতম জটিল দিক হলো জলবায়ু অর্থায়নের ঋণনির্ভরতা। বাংলাদেশে 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' (জিসিএফ) এর অর্থায়নের ক্ষেত্রে ঋণনির্ভরতার একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২০২৩ সালের প্রকল্পভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জিসিএফের অর্থায়নের ৭৫ শতাংশ ছিল ঋণ এবং ২৫ শতাংশ অনুদান।তবে এই অনুপাতকে বাংলাদেশের সব আন্তর্জাতিক জলবায়ু অভিযোজন সহায়তার চিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় পাওয়া অর্থের বড় অংশই ভবিষ্যতে সুদসহ কিংবা নির্ধারিত শর্তে পরিশোধ করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম দায়ী অথচ ক্ষতির শিকার দেশ ও জনগোষ্ঠীকে এভাবে পুনরুদ্ধারের ব্যয়ও বহন করতে হচ্ছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরো প্রকট। বীজ, সার, সেচ ও শ্রমে বিনিয়োগের পর বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি কিংবা লবণাক্ততায় ফসল নষ্ট হলে উৎপাদন ব্যয় ওঠানো কঠিন হয়ে পড়ে।

পরবর্তী মৌসুমে চাষাবাদের অর্থ না থাকা এবং জামানত ও কাগজপত্রের শর্তে ব্যাংকঋণ পেতে বাধার কারণে তাঁরা স্থানীয় মহাজন কিংবা এনজিওর ঋণের ওপর নির্ভর করেন। উচ্চ সুদ ও কিস্তির চাপে পুরনো ঋণ শোধ করতে নতুন ঋণ নিতে হয়। এভাবে দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার পরিবর্তে পরিবারগুলো দীর্ঘস্থায়ী ঋণচক্রে আটকে পড়ে। জীবন ও জীবিকা রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া অর্থায়নই তখন নতুন আর্থিক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জলবায়ু সংকট ও ঋণফাঁদে গ্রামীণ জীবনজলবায়ু সংকটের অভিঘাত সবার ওপর সমানভাবে পড়ে না। সম্পদ, অর্থায়ন ও পুনরুদ্ধারের সীমিত সুযোগের কারণে নারীপ্রধান পরিবার, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে এবং পাহাড়ি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বেশি ঝুঁকিতে থাকে। নারীদের জমির মালিকানা ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা দুর্যোগের পর ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন করে তোলে। অন্যদিকে ভূমি ও বনজ সম্পদের ক্ষয় পাহাড়ি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ও পরিবেশগত জ্ঞানকে হুমকির মুখে ফেলছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের বড় অংশ অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও মেগাপ্রকল্পে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তাদের স্থানীয় অভিযোজন উদ্যোগে সরাসরি সহায়তা সীমিত। অথচ বীজ সংরক্ষণ, মিঠাপানি ধরে রাখা, লবণাক্ততা মোকাবেলা, পুকুর পুনর্নির্মাণ ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা জীবিকা রক্ষায় কার্যকর হতে পারে। 'কপ' প্রক্রিয়ায় ঘোষিত লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডের অর্থও ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছায়নি। এ অর্থ ঋণ হিসেবে এলে পুনর্গঠনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন আর্থিক দায় বহন করতে হয়। তাই স্বল্পসুদের ঋণ তুলনামূলক সুবিধাজনক হলেও অনুদানের বিকল্প নয়।



> দেশের অর্ধেকেরও বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ক্ষুদ্র কৃষক ও পারিবারিক খামারগুলো জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও অভিযোজন সহায়তা থেকে বঞ্চিত।

জলবায়ু অর্থায়নের ন্যায্যতা শুধু অর্থের পরিমাণ বা ঋণ-অনুদানের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে না; অর্থের ব্যবহার, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সহায়তা পৌঁছানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দায় বিবেচনায় ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিপূরণ নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্যোগে সম্পদ হারিয়ে পুনর্গঠনের জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হলে ক্ষতিগ্রস্তদের ওপর নতুন আর্থিক দায় চাপে, যা জলবায়ু ঋণফাঁদের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই তহবিল বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার, কৃষক ও নারী সংগঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মিঠাপানির সংকট, নদীভাঙন, জমির লবণাক্ততা কিংবা মাছের উৎপাদন হ্রাসের মতো স্থানভেদে ভিন্ন চাহিদা বিবেচনায় না নিলে অর্থ ব্যয় করেও কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া কঠিন। এ জন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সময়মতো অর্থ বিতরণ ও সহায়তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন অপরিহার্য। জলবায়ু অর্থায়নকে শুধু উন্নয়ন বিনিয়োগ নয়, ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিপূরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

ঋণের বোঝা পরিবারের আয় ও সম্পদের পাশাপাশি খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সম্পর্কেও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। ফসলহানি বা ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর আয় স্বাভাবিক না হলে ঋণের কিস্তি মেটাতে পরিবারগুলো এসব খাতে ব্যয় কমায়। আর্থিক সংকটে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ঋণ পরিশোধের জন্য পুরুষ সদস্যরা শহরে কাজের সন্ধানে গেলে নারীদের ওপর কৃষিকাজ ও সংসার পরিচালনার বাড়তি দায় চাপে। সম্পদহানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় সংকোচন এবং আয়ের সুযোগ কমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে পারে।এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় জলবায়ু অর্থায়নে অনুদানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিপূরণ হিসেবে 'ঋণের পরিবর্তে অনুদান' নীতি কার্যকর হলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জনগোষ্ঠীর আর্থিক চাপ কমবে। কৃষি পুনর্গঠন, উপযোগী বীজ ও বীজব্যাংক, মিঠাপানি সংরক্ষণ, কৃষি বীমা, পুকুর পুনর্নির্মাণ এবং নারীর আয়বর্ধক উদ্যোগে অনুদান দিলে জীবিকা পুনরুদ্ধার ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান বাড়বে। এ জন্য উপকারভোগী নির্বাচন, স্বচ্ছ বণ্টন, সময়মতো অর্থ বিতরণ ও ফলাফল মূল্যায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। জটিল শর্ত ও দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করে নারীপ্রধান পরিবার, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, আদিবাসী ও ভূমিহীন মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা দিতে হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সংগঠনের অংশগ্রহণ বাড়ালে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি নারী নেতৃত্বাধীন অভিযোজন প্রকল্পে বিনিয়োগ নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামগ্রিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি সহনশীলতা গড়তে অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের পাশাপাশি সহজপ্রাপ্য কৃষি বীমা, সামাজিক সুরক্ষা ও আয়বর্ধক কর্মসূচি সম্প্রসারণ জরুরি। ফসলহানিতে কৃষকের বিনিয়োগ রক্ষা এবং দুর্যোগকালে খাদ্য সহায়তা, নগদ অর্থ, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য-শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করা গেলে ঋণনির্ভরতা কমবে। সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে জলবায়ু অভিযোজন যুক্ত হলে সাময়িক ত্রাণের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা তৈরি হবে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশের উচিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা তুলে ধরে অনুদানের অংশ বাড়ানোর দাবি জোরালো করা। জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতির প্রতিপূরণকে উন্নয়ন ঋণ থেকে পৃথক রেখে এমন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যা পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা বাড়াবে, ঋণের বোঝা নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ শুধু পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ নয়, বরং অর্থায়নের উৎস, বণ্টন ও ব্যবহারকে ন্যায়সংগত করা। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে অনুদান ও ন্যায্য প্রতিপূরণকে অগ্রাধিকার, দেশীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে অভিযোজনের সমন্বয় নিশ্চিত করা জরুরি। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অর্থায়নের বাইরে রেখে বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করলেই টেকসই সুফল মিলবে না। বরং তাদের সম্পদ ও জীবিকা পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়িয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সহনশীল করে তুলতে হবে। জলবায়ু মোকাবেলার উদ্যোগ তখনই অর্থবহ হবে, যখন ক্ষুদ্র কৃষক, নারী, জেলে ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী সহায়তার গ্রহীতা হওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নপ্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশীদার হবে। তাই ঋণের পরিবর্তে অনুদান, বঞ্চনার পরিবর্তে ন্যায্যতা এবং বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের পরিবর্তে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনাই হতে পারে গ্রামীণ জীবন ও অর্থনীতি সুরক্ষার কার্যকর ভিত্তি।

লেখক : কৃষিবিদ, প্রাবন্ধিক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান, ডিআরপি ফাউন্ডেশন

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হারের পেছনে ইরান

সুমন পালিত

ইরান যুদ্ধের খেসারত দিতে হলো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। সে দেশের মধ্যবর্তী নির্বাচনে হার মেনেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। 'ট্রাম্পের গুরু' নেতানিয়াহুরও নাক-কাটা গেছে ইসরায়েলের নির্বাচনে। ইরানের কাছে নাকানিচুবানি খাওয়ার কারণে। সবার জানা, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ক্ষমতায় আছেন ১৯ বছর ধরে। সে দেশের ইতিহাসে আর কারও পক্ষে এত দিন ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হয়নি। জনপ্রিয়তার দিক থেকেও নেতানিয়াহু এগিয়ে। গত নির্বাচনে তাঁর ডানপন্থি ইহুদিবাদী জোট ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১২০টি আসনের মধ্যে তারা পায় ৫৩টি আসন। তবে এ সংখ্যা সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য দরকার ছিল ৬১টি আসন। নেতানিয়াহুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আরজেনকটের চারদলীয় জোট নির্বাচনে পেয়েছে ৪৮টি আসন। নেতানিয়াহুর জোটের চেয়ে পাঁচটি আসন কম পেলেও তারা সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ ইসরায়েলের নির্বাচনে ইহুদিদের দুই জোটের বাইরে ১৯টি আসন পেয়েছে ফিলিস্তিনিরা। যাঁরা ফিলিস্তিনি নন আরব পরিচয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্বও স্বীকার করতে চায় না। এই কথিত আরবদের সমর্থন আরজেনকটের দিকে। ফলে নেতানিয়াহুকে নতুন সরকার গঠনের পর বসতে হবে বিরোধী দলে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা থাকায় জেলেরও অতিথি হতে পারেন তিনি। ইসরায়েলে উগ্র ইহুদিবাদী নেতানিয়াহুকে ক্ষমতার বাইরে রাখা সম্ভব হয়েছে নেসেটের ১৯ আরব সদস্য একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায়। তবে নতুন সরকারে আরব কোনো মন্ত্রী নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ইসরায়েলে ইহুদিবাদী চেতনার ভিত খুবই শক্তিশালী। আরজেনকটের জোটসঙ্গীরা আরবদের বাদ দিয়েই সরকার গঠনের পক্ষপাতী। যদি মন্ত্রিসভায় আরব প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে সে সরকারের পেছনে তাদের সমর্থন কতটা বজায় থাকবে তা প্রশ্নাতীত নয়।

দুই. যদি বলা হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে যুদ্ধবাজ দেশ কোনটি? এ প্রশ্নের জবাবে ৯০ ভাগ মানুষ আমেরিকার দিকে আঙুল তুলবে। ১৪৯২ সালে ইউরোপীয় দস্যু ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা জয় করেন। সে দেশের আদিবাসীদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়। ধর্ষণ করা হয় নারীদের। শিশুদের হত্যা করে কুকুরের খাদ্য বানানো হয়। তারপর সেখানকার মালিক মোক্তার হয়ে যায় তারা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনে দাস বানানো হয়। ক্রীতদাসের বাজারে গরু-ছাগলের মতো কালো মানুষ বিক্রি হতো প্রকাশ্যে। শুরুতে আমেরিকা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। তবে একপর্যায়ে আমেরিকায় আসা ইউরোপীয়রা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। লড়াই করেই স্বাধীনতাও অর্জন করেন তাঁরা।

আমেরিকা ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। তারপরও সে দেশে দাসপ্রথা বহাল ছিল। রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এ নিয়ে ১৮৬১ সালে গৃহযুদ্ধের মুখে পড়ে আমেরিকা। সে যুদ্ধে ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্বে দাসপ্রথা বিরোধীরা জয়ী হয়। আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, দাসপ্রথা যদি অন্যায় না হয়, তবে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছু নেই। তিনি বলতেন, দাসপ্রথা আর গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না।

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হারের পেছনে ইরান আমেরিকা এখন দুনিয়ার একমাত্র পরাশক্তি। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ চলে তাদের কথাতে। কেউ তাদের অপকর্মের বিরোধিতা করলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দেশের ওপর। আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্র যুদ্ধবাজ এবং অশান্তির অবতার হিসেবে ভূমিকা রাখলেও সে দেশের সাধারণ মানুষ দুনিয়ার যেকোনো দেশের মতোই শান্তিবাদী। তবে সে দেশের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র ঠিক এর বিপরীত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নির্বাচনে সাধারণ মানুষ শান্তির পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু যুদ্ধবাজদের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু আমেরিকানদের শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়লাভ করেন বাইডেনের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে। ইসরায়েলকে মদত দেওয়া, বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজের একটি 'শান্তিবাদী চেহারা' তুলে ধরেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতায় এসে ট্রাম্প তাঁর শান্তির মুখোশ সরিয়ে ফেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা ধুলায় মিশিয়ে নেতানিয়াহুর কথায় ইসরায়েলের হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে 'প্রক্সি যুদ্ধে' অংশ নেন। হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত ইরানিদের ধ্বংস করার কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠেন। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞেও সমর্থন জোগান ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে অপহরণ করে সভ্য দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ করেন। শুধু মারণাস্ত্রের যুদ্ধ নয়, দুনিয়ার সব দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধেও জড়ান ট্রাম্প। বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ঢালাওভাবে শুল্কারোপ করেন। ট্রাম্পের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বেড়ে যায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম। পরিণতিতে সারা দুনিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জীবনজীবিকার খরচও বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের অসন্তোষের টার্গেটে পরিণত হন ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি। সে অসন্তোষের ফলেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিনেটে রিপাবলিকানরা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ১৯৭০ দশকের পর এমন বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়নি কোনো দল। এর ফলে ট্রাম্পের যুদ্ধবাজ মনোভাব সামাল দেওয়া সম্ভব হবে এমনটিই আশা করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটরা যদি তাদের ঘোষিত শান্তিবাদী নীতি বহাল রাখে তবে ইরান যুদ্ধের ইতি ঘটাতে ট্রাম্প বাধ্য হবেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনও সম্ভব হবে আমেরিকার ইসরায়েল তোষণনীতির অবসান হলে। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল অবস্থার ইতি ঘটলে জ্বালানি তেলের বাজারে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসবে। বিশ্বমন্দার কারণে বাংলাদেশসহ দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশের অর্থনীতি যে সংকটে ভুগছে, তা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে। তিন. ইসরায়েল ও আমেরিকার দুই উন্মাদ নেতা নেতানিয়াহু ও ট্রাম্পের পরাজয় দৃশ্যত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দুই দেশের মানুষই যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তবে এ নিয়ে খুব আশাবাদী হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে যে দলই জিতুক তাদের নোংরা স্বভাবে খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কারণ দুই দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র এমনই, সেই যন্ত্রে যে ঢুকবে সে-ই নোংরা দানবে রূপান্তরিত হবে। আমেরিকার সিনেট ও কংগ্রেসে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা বড় জয় পেলেও জানুয়ারি মাসের আগপর্যন্ত সেখানে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এ সময়ে ট্রাম্প ইরানের ওপর ভয়াবহ হামলা চালালে তাতে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। অন্যদিকে নেতানিয়াহু আরও যে কদিন ক্ষমতায় আছেন, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর আবারও চড়াও হতে পারেন, সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।



> ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হারের পেছনে ইরান আমেরিকা এখন দুনিয়ার একমাত্র পরাশক্তি। দুনিয়ার প্রায় সব দেশ চলে তাদের কথাতে। কেউ তাদের অপকর্মের বিরোধিতা করলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দেশের ওপর। আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্র যুদ্ধবাজ এবং অশান্তির অবতার হিসেবে ভূমিকা রাখলেও সে দেশের সাধারণ মানুষ দুনিয়ার যেকোনো দেশের মতোই শান্তিবাদী। তবে সে দেশের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র ঠিক এর বিপরীত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নির্বাচনে সাধারণ মানুষ শান্তির পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু যুদ্ধবাজদের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু আমেরিকানদের শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়। ২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়লাভ করেন বাইডেনের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে। ইসরায়েলকে মদত দেওয়া, বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজের একটি 'শান্তিবাদী চেহারা' তুলে ধরেন তিনি।

ইসরায়েলের নির্বাচনে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহুর পরাজয় হলেও ইহুদিবাদের পরাজয় হয়নি। বিরোধীদলীয় নেতা আরজেনকট যিনি ইসরায়েলের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের চেয়ে কম ইহুদিবাদী নন। ফিলিস্তিনি বা আরব সদস্যের সমর্থনে সরকার গঠন করলেও তাঁদের কাউকে সরকারে নিতেও চান না তিনি। আরজেনকট সোজাসাপ্টা ইহুদিবাদের পক্ষে অটল থাকার কথা বলেছেন। ফলে ইসরায়েলে সরকার পরিবর্তন হলেও ফিলিস্তিনিদের ভাগ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটবে, জোর দিয়ে বলা যায় না। ফিলিস্তিনিদের জন্য সুখবর তাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন বাড়ছে। আমেরিকার মানুষও ইহুদিবাদকে ভালো চোখে দেখছে না। এমনকি আমেরিকার অনেক ইহুদি ইসরায়েলের চণ্ডালনীতির বিরোধী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডেমোক্র্যাট নেতা বার্নি স্যান্ডার্স। যিনি মনে করেন, ইসরায়েলের পেছনে আমেরিকার মদত বন্ধ হওয়া উচিত। ইসরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠা ও সহাবস্থানের পক্ষে তিনি। বার্নি স্যান্ডার্স মনে করেন, ইসরায়েলের টিকে থাকার অধিকার রয়েছে। তবে ফিলিস্তিনিদের ওপর যুদ্ধ চাপ